বাংলাদেশে পোল্ট্রি শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা*

গবেষণা পত্র সিরিজ নং- FDRS 07/2013

ড. কৃষ্ণা গায়েন

ও

উম্মে রেহানা[১]

[১] ড. কৃষ্ণাগায়েন, যুগ্ম- সচিব, বাজেট অনুবিভাগ, অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ। *E-mail- krisnag@finance.gov.bd*

উম্মে রেহানা, সিনিয়র সহকারী সচিব, বাজেট অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ। *E-mail- urehana@finance.gov.bd*

*রচনাকাল- জুন, ২০১২

বাংলাদেশে পোল্ট্রি শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনাঃ একটি ধারণাপত্র

১.০ ভূমিকা

১.১ সত্তর দশকের শেষ পর্যন্ত এ দেশে পোল্ট্রি ছিল গ্রামে গৃহস্থালীয় পোষ্য প্রাণী। গ্রামের মানুষের নিজস্ব চাহিদা পূর-ণর পাশাপাশি স্থানীয় বাজারে বিক্রয়ের মাধ্যমে কিছু বাড়তি উপার্জনের ম-ধ্যই পোল্ট্রি খাতটি সীমাবদ্ধ ছিল। আশির দশ-কর শুরুতে বাণিজ্যিক পোল্ট্রি খাতের বিকাশ ঘটতে থাকে। এ শি-ল্পর বর্তমান মূল্যমান ২০ হাজার কোটি টাকার অধিক। বাণিজ্যিক পোল্ট্রি শিল্পের বিকাশ একদিকে যেমন জনগ-ণর পুষ্টি চাহিদা পূরণ করছে, অন্যদিকে -তমনি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথকে সুগম করেছে।

১.২ উন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক অগ্রগতির ইতিহাস পর্যালোচনায়দেখা যায়, কৃষিনির্ভর অর্থনীতি থেকে শিল্প ও সেবা নির্ভর অর্থনীতিতে উত্তরণের সময় কৃষি খাতের কিছু কিছু উপখাতের বাৎসরিক প্রবৃদ্ধির হার অনেকগুণ বেড়ে যায়, যা সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করেছে।একইভাবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে বিশ্লেষণ করলেও দেখা যায়, এদেশের অর্থনীতি কৃষির খামারভিত্তিক উৎপাদন খাত (Farm economy) থেকে কৃষির অ-খামারভিত্তিক উৎপাদন খাতের (Non-farm economy)দিকে এগুচ্ছে। কৃষির অন্যতম উপখাত হিসেবে পোল্ট্রি খা-তর বিকাশ ঘটেছে, যা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি/অগ্রগতি অর্জনের পথে একদিকে যেমন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে অন্যদিকে তেমনি দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।

১.৩ বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে ২০০৯-১০ অর্থবছরে কৃষি খাতের অবদান ছিল ২০.১৬ শতাংশ[২]। কৃষি খাতটি মূলতঃশস্য, সব্জি, ফলমূল, প্রাণিসম্পদ (মাংস, ডিম, দুধ), মৎস্য চাষ বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রমের সমন্বয়ে গঠিত। কৃষির প্রধান একটি উপখাত হলো প্রাণিসম্পদ, আর পোল্ট্রি হচ্ছে প্রাণিসম্পদ খাতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। উৎপাদনশীল এ পোল্ট্রি সেক্টরে ২০১০ সালে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭.৭৯ শতাংশ। দেশে বর্তমা-ন ১,৬০,৫০৯টি পোল্ট্রি খামার র-য়-ছ যা থেকে দৈনিক ২.৩ কোটি ডিম ও ১৫৩০ ট-নর অধিক মুরগীর মাংস বাজারজাত করা হয়। দেশের মোট উৎপাদিত মাংসের ৩৭ শতাংশ আসে পোল্ট্রি খাত থেকে[৩]।

১.৪ জাতীয় পোল্ট্রি নীতিমালা ২০০৮ এর তথ্যানুযায়ী দেশে ডিম উৎপাদনে বাণিজ্যিক ও গ্রামীণ পোল্ট্রির অনুপাত প্রায় সমান সমান এবং মাংস উৎপাদনে এ অনুপাত ৬০ঃ৪০। পোল্ট্রি শিল্প কম পুঁজি নির্ভর ও শ্রমঘন হওয়ায় দেশে এ শিল্পটি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বর্তমানে এ খাতের উপর নির্ভর করছে প্রায় ৬০ লক্ষ লো-কর জীবন ও জীবিকা[৪]। এ খাতে স্বল্প সময়ে, স্বল্প পুঁজিতে অধিক মুনাফার সুযোগ থাকায় বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, বয়লার ফার্মের বাৎসরিক মুনাফার পরিমাণ মোট বিনিয়োগকৃত মূলধনের ১৫২.৪ শতাংশ এবং লেয়ার ফার্মে এর পরিমাণ ১০৭ শতাংশ। এছাড়া গ্রামীণ পোল্ট্রির উৎপাদন বাড়িয়ে পরিবার প্রতি (২৫০টি লেয়ার) বাৎসরিক প্রায় ৮৮ হাজার টাকা আয় করা যেতে পারে।

---

[২]বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১০

[৩]Good practice in planning & management of integrated commercial poultry production in South Asia, by R. Prabakarn

[৪](সূত্রঃ বিল্ডার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ পোল্ট্রি)

১.৫ পোল্ট্রি খাতের উৎপাদনের হার অন্যান্য খাতের চেয়ে অনেক বেশী। গবেষণায় দেখা গেছে ১৯৯০ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে বিশ্বে মাংসের উৎপাদন বেড়েছে ৫৯ শতাংশ এবং এর ৩০শতাংশ এসেছে পোল্ট্রি থেকে[৫]। দে-শর মোট উৎপাদিত মাং-সর ৩৭ শতাংশ আ-স পোল্ট্রি খাত থে-ক।

১.৬ উল্লেখ্য, পোল্ট্রি উৎপাদনকারী শীর্ষ ১০টি দে-শ বিশ্বের মোট পোল্ট্রির ৬৫.৫ শতাংশ উৎপাদিত হয়ে থাকে। এশিয়া মহাদেশে পোল্ট্রির মোট উৎপাদনের ৭৬ শতাংশ আসে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াবিশেষতঃ চীন, ভারত, ইরান ও ইন্দোনেশিয়া থেকে। ভারত, চীন, ব্রাজিল ও নেপাল প্রভৃতি দেশে পোল্ট্রি/মুরগীর খামারগুলোতে দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও ট্রেনিংপ্রাপ্ত জনবলের মাধ্যমে উৎপাদন সক্ষমতার সর্বোত্তম ব্যবহার করে জিডিপি'তে এ খাতের অবদান বেড়েছে। বিশ্বের ৩য় বৃহত্তম পোল্ট্রি উৎপাদনকারী দেশ ব্রাজিলের জাতীয় আয়ের ২.৮ শতাংশ আসে এ খাত হতে এবং এর উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভর করছে ৩.৮ মিলিয়ন লোকের জীবন ও জীবিকা। আমাদের দেশের আবহাওয়া পোল্ট্রি শিল্পের বিকাশের জন্য উপযোগী। Millennium Development Goals2005 এ অন্যতম উদ্দেশ্য ২০১৫ সালের মধ্যে অতি দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নিরসনে পোল্ট্রি খাতকে অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

১.৭ পোল্ট্রি শিল্প আমাদের ক্রমবিকাশমান অর্থনীতির ধারাকে কিভাবে আরও গতিশীল করতে পারে এ বিষয়গুলো এ ধারণাপত্রে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পর্যালোচনা করে পোল্ট্রি শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ দূরীকরণের কৌশল/সুপারিশ প্রণয়নপূর্বক তা বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে:

- পোল্ট্রি শিল্পের হালনাগাদ চিত্র
- পোল্ট্রি শিল্প বিকাশে সরকারি ও বেসরকারি সম্পৃক্ততা
- পোল্ট্রি শিল্প বিকাশের আয়সমূহ চিহ্নিতকরণ

২.০ গৃহীত পদ্ধতি ও সীমাবদ্ধতা

২.১ এ কাজে মূলতঃ Secondary data-র উপর নির্ভর করতে হয়েছে। ২০০৮ সালের Statistical Pocket Book of Bangladesh ও Agricultural Census-2008, Household-Based Livestock and Poultry Survey-2009 থেকে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে সরাসরি পোল্ট্রি শিল্পের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গ, প্রাণিসম্পদ খাতে জড়িত গবেষক ও কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ের বস্তুনিষ্ঠ তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের জন্য সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায় থেকেই তথ্য সংগ্রহ করে তথ্যের সঠিকতা নিরূপণ করা হয়েছে। এছাড়া পোল্ট্রি খাতের উপর সম্পাদিত বিভিন্ন গবেষণা এবং প্রকাশনা পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ ধারণাপত্রে বাণিজ্যিক ও গৃহস্থালীয় উভয় পোল্ট্রি খাতের বিদ্যমান সমস্যাসমহ চিহ্নিতকরণ ও তা থেকে উত্তরণের উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করা হয়েছে।

২.২ এ কাজ করতে গিয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য/উপাত্তের স্বল্পতা দেখা গি-য়-ছ। ২০০৮ সালে Agriculture Census প্রকাশ করা হলেও সেখানে পোল্ট্রি খাতের জন্য পৃথক কোন সার্ভে করা হয়নি, বরং প্রাণিসম্পদ খাত হিসেবে একত্রে তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। Household-BasedLivestock and Poultry

[৫] Dr. Barbara Grabkowsky and Prof Dr. Hans-WilhelmWindhorst

Survey-2009 তে গরু, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি গবাদিপশুর পাশাপাশি খানাভিত্তিক হাঁস-মুরগীর সংখ্যা, ডিম উৎপাদন, হাঁস-মুরগী প্রতি মাসিক খাবার খরচ, বাৎসরিক চিকিৎসা ব্যয় ও বাসস্থান খরচ ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.৩ প্রকৃতপক্ষে পোল্ট্রি শিল্পের বিকাশ ও এর অন্তরায়সমূহ যথাযথভাবে বিশ্লেষণের জন্য পৃথকভাবে এ খাতের বাৎসরিক প্রবৃদ্ধির হার, জিডিপি'তে অবদান, বাণিজ্যিক পোল্ট্রি ও গ্রামীণ পোল্ট্রির প্রবৃদ্ধির হার, মাংস ও ডিমের চাহিদা, মাংস ও ডিম আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়গুলো যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এধরনের সুনির্দিষ্ট তথ্য/উপাত্ত না থাকায় পোল্ট্রি খাতের সার্বিক উন্নয়নের জন্য নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন কৌশল/পদক্ষেপ গ্রহণ করা দুরূহ হয়ে পড়ে।

৩.০ পোল্ট্রি শিল্পের হালনাগাদ চিত্র

৩.১ প্রাণিজ প্রোটিনের চহিদা পূরণের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিকে প্রবৃদ্ধির উচ্চতর সোপানে (higher level of economic growth) নিয়ে যাওয়ার জন্য এ খাতটির গুরুত্ব অপরিসীম। পোল্ট্রি খাতের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে এ খাতটি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ দারিদ্র্য বিমোচনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে তা দেখার জন্য এ ধারণাপত্রটিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে:

৩.১.১ আশির দশ-ক বাংলাদেশে পোল্ট্রি খাতের বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়। প্রথমে বেসরকারি উদ্যোগে Eggs & Hens Ltd.ও পরবর্তী-ত সরকারি উদ্যোগে BIMAN Bangladesh Airlines ক্যাটারিং ব্যবসার জন্য পোল্ট্রি উৎপাদন শুরু ক-র। ১৯৮৩ সাল থে-ক প্রতিনিধিত্বশীল NGO, BRAC এর Rural Poultry Model দরিদ্র কৃষকদের উঠোন পর্যায়ে পোল্ট্রি খামার তৈরীতে উৎসাহিত করেছে। এরপর পর্যায়ক্রমে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতাএবং বিভিন্ন বেসরকারি উদ্যোগে এ শিল্প বর্তমান অবস্থায় এ-স দাঁড়ি-য়-ছ। বর্তমা-ন দেশে ৪৫টি সরকারী হাঁস-মুরগীর খামার আছে যার মধ্যে ৮টি খামারে হাঁস-মুরগীর বাচ্চা উৎপাদন করা হয়। এছাড়া বেসরকারি পর্যায়ে দেশের ৬টি বিভাগে ৬৪,৭৫৯টি নিবন্ধিত খামারসহ মোট ১,৫০,৫০৯টি পোল্ট্রি খামার রয়েছে[৬] (সারণী-১)।

সারণী-১ লেখচিত্র-১

বিভাগের নাম	ব্রয়লার খামার	লেয়ার খামার	হাঁস খামার	মোট খামার
ঢাকা	১২৯৯০	৫৮৭০	১৯৬৫	২০৮২৫
রাজশাহী	৯৩৯৭	৪২১৩	১৩৪১	১৪৯৫১
সিলেট	১৬৫০	১০২	১০৭৫	২৮২৭
বরিশাল	৩১০২	৯৪৩	৪৩২	৪৪৭৭
চট্টগ্রাম	৫৯১৫	১২৩৯	২১৩	৭৩৬৭
খুলনা	১০১৫০	৩৯২৯	২৩৩	১৪৩১২
মোট খামার	**৪৩,২০৪**	**১৬,২৯৬**	**৫,২৫৯**	**৬৪,৭৫৯**

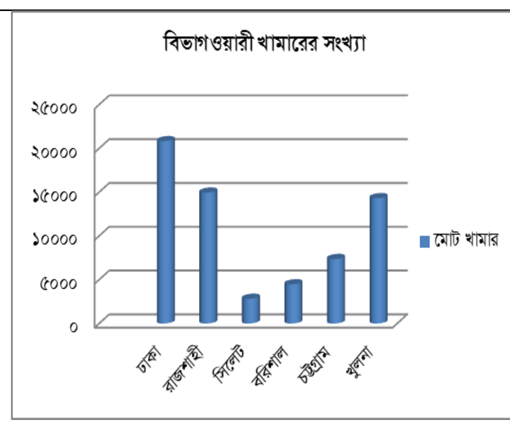

[৬]প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

তথ্যঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

৩.১.২ নিবন্ধিত খামারের মধ্যে ৫৯,৫০০টি মুরগীর ও ৫,২৫৯টি হাঁসের। মূলতঃ ঢাকা, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগে অধিকাংশ পোল্ট্রি খামার গড়ে উঠেছে এবং এর মধ্যে বেসরকারি খামারের সংখ্যা অধিক। মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন এবং বড় বড় শহরগুলোতে আবাসিক হোটেল, রেষ্টুরেন্ট ব্যবসায় হাঁসের তুলনায় মুরগীর চাহিদা বেশী হওয়ায় মুরগীর খামারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া বড় বড় বেসরকারি পোল্ট্রি ফার্মগুলোর প্যারেন্ট ষ্টক ফার্ম ও ফিড উৎপাদনকারী ফার্ম বিভিন্ন বিভাগীয় শহরগুলোতে গড়ে ওঠায় পোল্ট্রির খাবার, বিপণন ব্যবস্থা, অবকাঠামোগত সুবিধা ইত্যাদি কারণে ক্লাস্টার পোল্ট্রি খামারগুলোও শহরকেন্দ্রিক গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, নব্বই দশকের শুরু থেকে বাণিজ্যিক পোল্ট্রি খামারের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং এ ধারা অব্যাহত আছে।

৩.১.৩ দেশের বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদা পুরণে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও বেসরকারি পর্যায়ে বাণিজ্যিক খামার ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণের ফলে বিগত তিন দশকে এদেশে পোল্ট্রি খাতের উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বেড়েছে। পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যে এদেশে সামগ্রিক মাংসের উৎপাদনের হিসেব থাকলেও পোল্ট্রি খাতের বাৎসরিক উৎপাদনের পৃথক কোন তথ্য/উপাত্ত নেই। তবে, পোল্ট্রি খাতের উৎপাদন ও প্রবৃদ্ধির একটি চিত্র তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্য/উপাত্তের সহযোগিতা নেয়া হয়েছে[৭]। লেখচিত্র-২ এ পোল্ট্রি খাতের ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের চিত্র দেখা যায়।

৩.১.৪ FAOSTAT এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এর প্রাপ্ত তথ্য হতে লেখচিত্র-৩ এ পোল্ট্রি খাতের উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি সম্প-র্ক ধারণা পাওয়া যায় যেখা-ন আশি, নব্বই ও দু'হাজার দশকে পোল্ট্রি খাতের বাৎসরিক প্রবৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৫.৫৩, ৪.৩৩ ও ৭.৭৯ শতাংশ। নব্বই দশকে পোল্ট্রির উৎপাদন বাড়লেও প্রবৃদ্ধির পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কমে যায়। উল্লেখ্য ১৯৯৬ ও ১৯৯৮ সালের বন্যায় এ'দেশের কৃষি খাতের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। একইভাবে এ সময়ে পোল্ট্রি খাতসহ কৃষির অন্যান্য উপ-খাতের উৎপাদনও ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়, যা কৃষি খাতের সার্বিক প্রবৃদ্ধির পরিমাণ কমিয়ে দেয়। দু'বছর বন্যার কারণে জিডিপি'তে সমগ্র প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরের ৩.১২ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০০০-০১ অর্থবছরে ২.৯৫ শতাংশে দাঁড়ায় (অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৩)।

---

[৭]Trade and Poverty Linkages(A case Study of the Poultry Industry in Bangladesh), Selim Raihan & Nahid Mahmud

লেখচিত্র-২

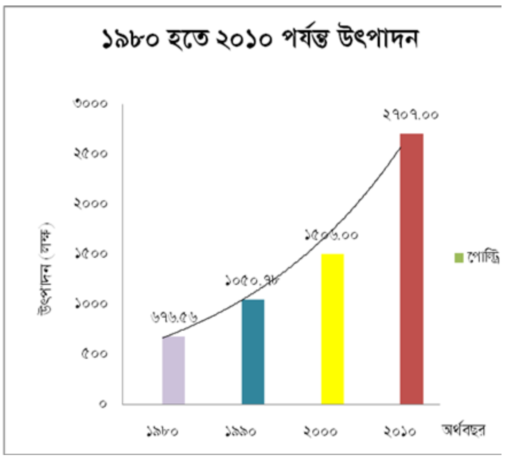

লেখচিত্র-৩

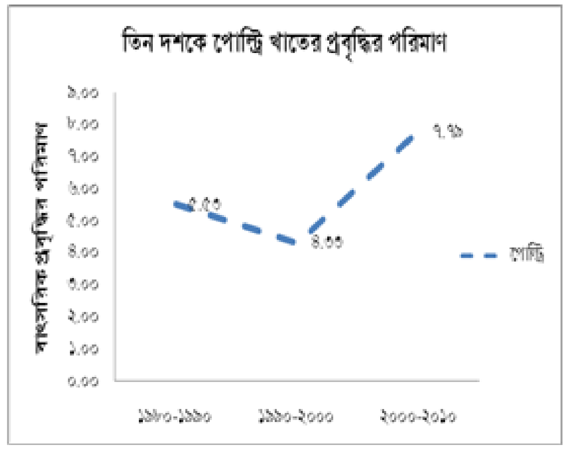

সূত্রঃ FAOSTAT এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

৩.১.৫ দু'হাজার দশকের দিকে পোল্ট্রি খাতেদেশী ও বিদেশী বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে এ সময় কাজী, আফতাব, সিডি বাংলাদেশ, প্যারাগন, নারিশ ইত্যাদি বড় বড় দেশী ও বিদেশী বেসরকারি ফার্মগুলো তাদের উৎপাদনের ক্ষেত্র প্রসারিত করে। এছাড়া গ্রামীণ পোল্ট্রির বিকাশের ফলে উৎপাদন ও প্রবৃদ্ধির পরিমাণ বেড়েছে। Agricultural Census-2008 ও Household-Based Livestock and Poultry Survey-2009 এর তথ্য থেকে দেখা যায় পোল্ট্রি প্রতিপালনকারী খানাঘরের (household) প্রবৃদ্ধির হার ৭.৮৪ শতাংশ[৮]। সামগ্রিক জিডিপি'তে পোল্ট্রি খাতের অবদান সম্পর্কে পৃথক কোন তথ্য নেই। তবে, ২০০৯-১০ অর্থবছরে জিডিপি'তে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ২.৬৭ শতাংশ[৯]। এ হিসাব থেকে দেখা যায় আমাদের দেশের বিগত ৫ বছরের বার্ষিক গড় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির (৬.২০ শতাংশ) তুলনায় পোল্ট্রি খাতের গড় প্রবৃদ্ধির (৭.৭৯ শতাংশ) হার বেশী। পোল্ট্রি খাতের প্রবৃদ্ধির এ ধারাকে আরও সমুন্নত করতে দেশী-বিদেশী যৌথ বিনিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি করা গেলে প্রযুক্তিগত সহায়তায় পরিবেশ সহনশীল উন্নত জাতের দেশীয় পোল্ট্রি ব্রীড উদ্ভাবনসহ উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে, যা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনকে ত্বরান্বিত করবে[১০]।

৩.১.৬ বর্তমানে দেশের জনসংখ্যা ১৫কোটির বেশী। এ বিশাল জনগোষ্ঠীর মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির কারণে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী জনসংখ্যা ৪০ শতাংশ হতে ৩২

[৮] Agricultural Census-২০০৮ ওHousehold-Based Livestock and Poultry Survey-২০০৯

[৯]বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১০ (পঃ পৃঃ ২৪)

[১০] Transforming Poultry Production and Marketing in Developing Countries: Lessons Learned with Implications for Sub-Saharan Africa, Laura L. Farrelly, Dept. of Agricultural Economics, Dept. of Economics, Michigan State University

শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। সাধারণতঃ মাছ, মাংস, ডিম ও দুধের মাধ্যমেই মানুষ প্রাণিজ প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করে থাকে। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের যথাযথ পুষ্টির জন্য বছরে ১০৪টি ডিম ও দৈনিক ১২০ গ্রাম মাংসের প্রয়োজন (লেখচিত্র-৪)। মোট জনসংখ্যার সাথে মোট উৎপাদনের হিসাব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মাথাপিছু ডিম ও মাংসের প্রাপ্যতা যথাক্রমে ৩৭.৮০ শতাংশ ও ১৯.৭৬ শতাংশ মাত্র।

৩.১.৭ জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, খাদ্যাভাস, আপ্যায়ন রীতির পরিবর্তনের কারণে সাধারণ মানুষের কাছে পোল্ট্রির চাহিদা বেড়েছে। বর্তমানে পোল্ট্রি পণ্যের চাহিদা বাৎসরিক ১০-১৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। Bangladesh Agribusiness Report মে, ২০১০ এর প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, ২০১৪ সাল নাগাদ এ'দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৫.৬ কোটি'তে দাঁড়াবে এবং এ বর্ধিত জনসংখ্যার পোল্ট্রির চাহিদা বর্তমানের চাহিদার তুলনায় ৫৯ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে।

লেখচিত্র-৪

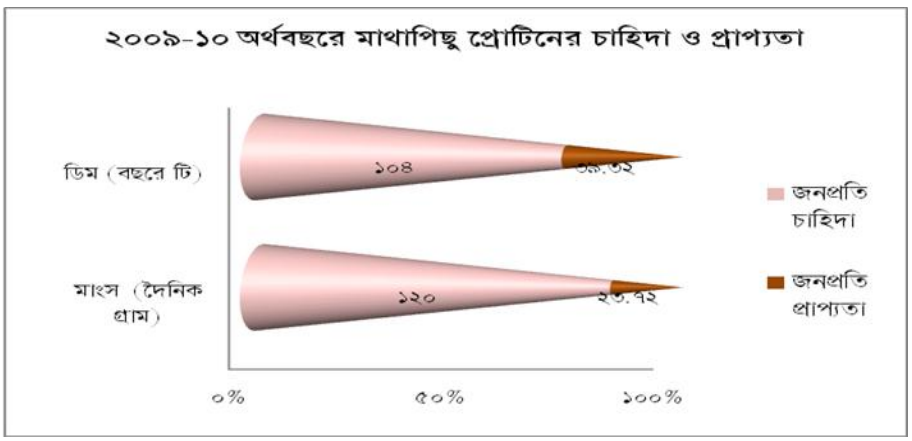

তথ্যঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

সারণী-২ এর তথ্য বিশ্লেষ-ণ দেখা যায় যে, বিগত পাঁচ বছরে দশে মাংস ও ডিমের উৎপাদন বেড়েছে যথাক্রমে ১১.৫ ও ৫.৫৫ শতাংশ। উৎপাদন বাড়লেও মাথাপিছু মাংস ও ডিমের ঘাটতি পূরণ সম্ভব হচ্ছে না। এ খাতে উৎপাদন বাড়িয়ে প্রাণিজ প্রোটিনের ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক।

সারণী-২

অর্থবছর ভিত্তিক উৎপাদন					
দ্রব্য	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০
মাংস (গরু, মুরগী, খাসী ও হাঁস) (মিলিয়ন টন)	১.১৩	১.০৪	১.০৪	১.০৮	১.২৬
ডিম (মিলিয়ন টি)	৫৪২২	৫৩৬৯	৫৬৫৩	৪৬৯৬	৫৭৪২

তথ্যঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

৩.২ বাংলাদেশের পোল্ট্রি শিল্প তিন দশকের পথ পরিক্রমায় বর্তমানে বিকাশমান পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। বিকাশের এ ধারায় সরকারি ও বেসরকারি (দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ, উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তা ও NGO সম্পৃক্ততা) পর্যা-য় বিভিন্ন উদ্যোগ ও কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও এ খাতের কাঙ্খিত উন্নয়ন হয়নি। এছাড়া পোল্ট্রি খাতের উন্নয়নে সরকারের তরফ থেকে যে সকল সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়েছে সে অনুযায়ী বিনিয়োগ হয়নি, প্রবৃদ্ধিও অর্জিত হয়নি। USAID কর্তৃক জুলাই ২০০৫ সালে প্রকাশিত ‘Issue and Interventions in Poultry: Final Report (on Bangladesh) শীর্ষক গবেষণায় বাংলাদেশের পোল্ট্রি শিল্পের উন্নয়নের ক্ষেত্রে চিহ্নিত অন্তরায়সমূ-হর মধ্যে অন্যতম হলো-

- সমন্বিত পোল্ট্রি নীতিমালার অভাব
- দুর্বল ব্যবস্থাপনা ও কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ জনশক্তির অভাব
- পোল্ট্রি খামারগুলোতে Bio-Securityর অভাব
- প্রাণি/পোল্ট্রি খাতে প্রাণিদের রোগ নির্ণয়ের জন্য মানসম্মত ল্যাবরেটরীর অভাব
- পোল্ট্রির বিভিন্ন রোগের নিরাময়, প্রতিরোধ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে যথাযথ প্রস্তুতির অভাব

৪.০ পোল্ট্রি শিল্পের বিকাশে সরকারি ও বেসরকারি সম্পৃক্ততা

৪.১ পোল্ট্রি শিল্পের বিকাশে সরকারি কার্যক্রম

৪.১.১ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গ-বষণা প্রতিষ্ঠানের (BLRI) মাধ্য-ম বিভিন্ন উন্নত মুরগীর জাত উদ্ভাবন, রোগ নিরাময় ও প্রতিষেধক টিকা ও ঔষধ উৎপাদন এবং বিভিন্ন গ-বষণামূলক কার্যএম পরিচালিত হচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার মাধ্য-ম বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রমের ফলাফল মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেটেরএকটি বড় অংশ পোল্ট্রিখাতের জন্য বরাদ্দ থাকলেও এ খাতে মোট বরাদ্দের পৃথক -কান তথ্য নেই, প্রাণিসম্পদের মোট বরাদ্দের সঙ্গে একীভূতভাবে আছে। সরকারি হাঁস-মুরগীর খামারসমূ-হ ও বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠানে বরাদ্দকৃত অর্থ পৃথক করে এ খাতের বিগত ৫ বছরের বাজেটে মোট বরাদ্দও প্রকৃত ব্যয়ের তুলনামূলক হিসাব লেখচিত্র-৫ এ তুলে ধরা হলো।

লেখচিত্র-৫

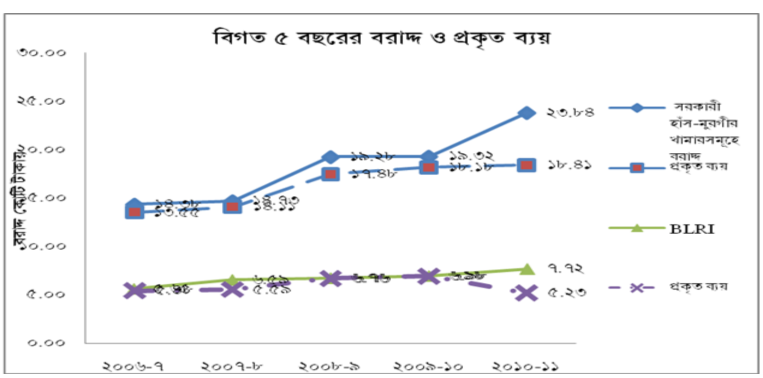

তথ্য: অর্থ বিভাগ

৪.১.২ লেখচিত্র পর্যা-লাচনায় দেখা যায়, পোল্ট্রি খাতের জন্য সরকারি হাঁস-মুরগীর খামারসমূ-হ ও বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অনুকূ-ল বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণবৃদ্ধি পে-লও অর্থ ব্যয়ের সক্ষমতা বাড়েনি। প্রতি বছরই এ খাতে যথাযথ পরিকল্পনা ও সমন্বয়ের অভাবে বিপুল পরিমাণ অর্থ অব্যয়িত থাকছে। আগামী ৫ বছরের প্রক্ষেপিত বাজেটে প্রতিষ্ঠান দুটির বরাদ্দের পরিমাণ যথাক্রমে ১০৮ শতাংশ ও ৯৫ শতাংশ বৃদ্ধি পে-য়-ছ।

সারণী-৩

অর্থ বছর	মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)				
	মোট জাতীয় বাজেট	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ	মোট বাজেটের অংশ	প্রকৃত ব্যয়	ব্যয়ের হার (%)
২০০৯-১০	১১০৫২৫	৭২৬	০.৬৬	৬৩৭	৮৮
২০০৮-০৯	৯৪১৪০	৬০৪	০.৬২	৪৭৭	৭৯
২০০৭-০৮	৯৩৬০৮	৫১৩	০.৫৫	৪৬৮	৯১
২০০৬-০৭	৬৬৮৩৭	৪৬৪	০.৬৯	৪০১	৮৬
২০০৫-০৬	৬০০৫৯	৪২৪	০.৭১	৩৯৫	৯৩

৪.১.৩ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিগত ৫ বছরের বাজেট পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ ছিল ৪২৪ কোটি টাকা, যা ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৭২৬ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। মন্ত্রণাল-য়র বরাদ্দের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেলেও ব্যয় সক্ষমতা আশানুরূপ নয়। সারণী-৩ ও লেখচিত্র-৬ পর্যালোচনায় দেখা যায়, উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলিয়ে এ মন্ত্রণাল-য়র গড় সক্ষমতার হার মাত্র ৮৮ শতাংশ। ২০০৯-১০ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত ৭২৬ কোটি টাকা এর বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে মাত্র ৬৩৭ কোটি টাকা অর্থাৎ ৮৯ কোটি টাকা অব্যয়িত ছিল। একইভাবে অন্যান্য বছরগুলোতেও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় স-ন্তাষজনক নয়।

লেখচিত্র-৬

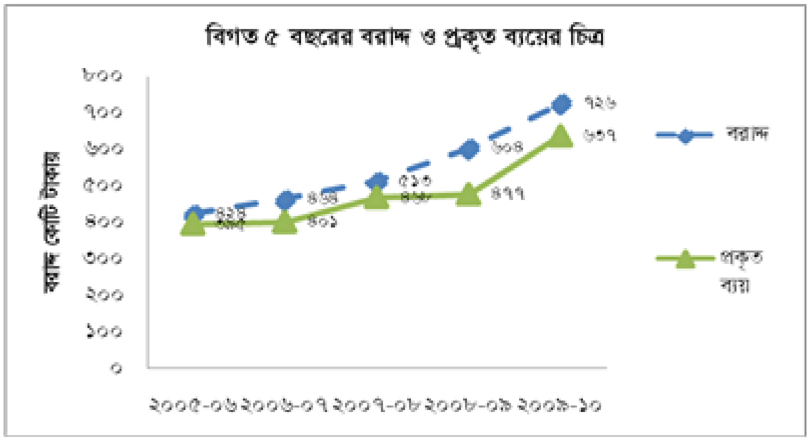

তথ্য: অর্থ বিভাগ

৪.১.৪ ২০১০-১১ অর্থবছরে পোল্ট্রি খাতে উন্নয়ন ও কর্মসূচি বাবদ মোট বরাদ্দের পরিমাণ ১২৫.৩৭ কোটি টাকা, যা এ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক বাজেটের ১৫.৬৫ শতাংশ ও জাতীয় বাজেটের ০.০৯৭ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন অধিদপ্তর ও সংস্থার মাধ্যমে পোল্ট্রি খাতের উন্নয়নের জন্য ৮টি প্রকল্প ও ৪টি কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। চলমান উন্নয়ন প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে উন্নয়ন কর্মসূচিরমাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণী সংযোজনী-১ এদেখানো হয়েছে। দেশীয় পোল্ট্রি শিল্প বিকা-শ সরকা-রর উ-ল্লখ-যাগ্য কার্যএমসমূহ সারণী-৪ দেয়া হ-লা।

সারণী-৪

পোল্ট্রি শিল্প খা-ত সরকা-রর উ-ল্লখ-যাগ্য গৃহীত কার্যএম	
১. পোল্ট্রির নীতিমালা	জাতীয় পোল্ট্রি উন্নয়ন নীতিমালা ২০০৮ প্রণয়ন করা হ-য়ছে
২. পোল্ট্রি খা-ত সহজ শ-র্ত কৃষি ঋ-ণর ব্যবস্হা	• পোল্ট্রি খা-ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুবক/যুবতী-দর বিনা বন্ধকী-ত ঋণ প্রদান করা হ-চ্ছ। • ২০১০-১১ অর্থবছ-র কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালা প্রণয়ন করা হ-য়-ছ । উক্ত নীতিমালায় পোল্ট্রি ডেইরী ও মৎস্য খাত-ক কোর খাত হি-স-ব বি-বচনায় এ-ন স-র্বাচ্চ ১৩% হার সু-দ ঋণ প্রদা-নর নি-র্দশনা র-য়-ছ (বাংলা-দশ ব্যাংক)। স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো-ক ঘাটতি পুষি-য় নেয়ার জন্য সুদবাবদ ভর্তুকি প্রদান করা হয়। এ বাবদ অর্থবিভা-গর বা-জ-ট ভর্তুকি ব্যবস্হাপনা হতে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। • সরকারি রাজস্ব খা-ত ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির আওতায় দে-শর সকল উপ-জলায় সহজ শ-র্ত সুদমুক্ত ৪.৫০ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হ-য়ছিল এবং এ ঋণ বাবদ ৭% হা-র সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয়। উক্ত ঋ-ণর আদায়কৃত অর্থ উপ-জলায় আবর্তক হি-স-ব তহবি-ল জমা হয়। একটি কর্মসূচির মাধ্য-ম আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য চাষী ও মৎস্যজীবি-দর প্রশিক্ষণ প্রদান, সহায়ক উপকরণ প্রদান ইত্যাদি বিভিন্ন কার্যএম গ্রহণ করা হ-চ্ছ (মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়)।

<table>
<tr><th colspan="2">পোল্ট্রি শিল্প খা-ত সরকা-রর উ-ল্লখ-যাগ্য গৃহীত কার্যক্রম</th></tr>
<tr><td></td><td>

● পোল্ট্রি ও ডেইরী খাতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায় হতে প্রদত্ত ঋণ

<table>
<tr><th>অর্থবছর</th><th>ঋ-ণর অংক কোটি টাকায়</th></tr>
<tr><td>২০০৬-০৭</td><td>২৬৬.৬৩</td></tr>
<tr><td>২০০৭-০৮</td><td>৪৪৭.৮৬</td></tr>
<tr><td>২০০৮-০৯</td><td>৪৬৪.৭৯</td></tr>
<tr><td>২০০৯-১০</td><td>৬৮৭.৬৩</td></tr>
<tr><td>২০১০-১১</td><td>৬৮৪.৩৪</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>৩. পোট্রি শি-ল্পর উন্নয়-ন পশু খাদ্য, একদি-নর বাচ্চা ও ওষু-ধ বি-শষ ভর্তুকি সহায়তা</td><td>

● মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণাল-য়র আওতায় মোট ৪৫টি সরকারি খামার র-য়-ছ। এ খামারগুলো উৎপাদিত হাঁস-মুরগীর বাচ্চা উৎপাদন ব্যয় অ-পক্ষা কম মূ-ল্য/ ভর্তুকি মূ-ল্য ক্ষুদ্র খামারী-দর নিকট বিক্রয় ক-র থা-ক। বিগত ৫ বছ-র ভর্তুকি মূ-ল্য **১ কোটি ৫৮ লক্ষ ৪৫ হাজারটি** ১দি-নর বাচ্চা বিতরণ করা হ-য়-ছ ।

● প্রাণিসম্পদ অধিদপ্ত-রর মহাখালীস্হ গ-বষণা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধর-নর রোগ নিরাময় ও প্রতি-রা-ধর জন্য ১৮ ধর-নর টিকা উৎপাদনসহ স্বল্পমূ-ল্য খামারী-দর ম-ধ্য বিতরণ কর-ছ। সারা-দ-শ ৬৩টি জেলায় সরকারি পর্যা-য় গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগীর হাসপাতাল র-য়-ছ যার মাধ্য-ম পশু স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা হ-চ্ছ।

● বিগত ৫ বছ-র ভর্তুকি মূ-ল্য পোল্ট্রি খামারি-দর মা-ঝ ১.৩ বিলিয়ন টিকা বীজ সরবরাহ করা হ-য়-ছ।

● রাজস্ব বা-জ-টর অর্থায়-ন উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্য-ম আইলায় দূর্গত এলাকায় **১০.০ কোটি টাকার** পশু খাদ্য ও ঔষধ সরবরাহ করা হ-য়-ছ।

● পোল্ট্রি খাদ্য উৎপাদ-ন ভুট্টা অন্যতম উপাদান হি-স-ব ব্যবহৃত হয়। ভুট্টাচা-ষ কৃষক-দর উৎসাহিত করার জন্য স-র্বাচ্চ **৪ শতাংশ** সু-দ ঋণ প্রদা-নর নি-র্দশনা র-য়-ছ। (বাংলা-দশ ব্যাংক)।
</td></tr>
<tr><td>৪. বার্ড-ফ্লু/এভি-য়ন ইনফ্লুয়েঞ্জায় পুঁজি হারা-না খামারি-দর সহায়তা/বি-শষ বরাদ্দ</td><td>

● বিগত ৫ বছ-র সরকা-রর বিভিন্ন কার্যক্র-মর মাধ্য-ম বার্ড-ফ্লু আক্রান্ত খামারগুলোতে হাঁস-মুরগী নিধ-নর কা-জ সর্ব-মাট ১৪.৫০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়া হ-য়-ছ। উক্ত সম-য় বার্ড-ফ্লু আক্রান্ত পারিবারিক খামারগুলোর পুণর্বাসনের জন্য ১১.০ কোটি টাকা ব্যয় করা হ-য়-ছ। বার্ড-ফ্লু এর কার-ণ গাজীপুর এলাকায় ক্ষতিগ্রস্হ পোল্ট্রি খামারি-দর ব্যাংক ঋ-ণর ব-কয়া সুদ মওকুফসহ ঋণ পুনঃতফসিলি করা হ-য়-ছ।

● প্রাণিসম্পদ অধিদপ্ত-রর আওতায় মোট ১৪৩.১১ কোটি টাকা ব্য-য় এভি-য়ন ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং ষ্ট্রেন-দনিং অব সা-র্পাট সার্ভি-সস ফর কম-বটিং এভি-য়ন ইনফ্লুয়েঞ্জা (এইচবিএআই) ইন বাংলাদেশ শীর্ষক ২টি প্রকল্প চলমান র-য়-ছ। এর আওতায় বিভিন্ন অঞ্চ-ল উৎপাদিত মুরগী এভি-য়ন ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হলে সে বিষয়ে গবেষণা ও প্রতিরোধ কার্যক্রম গ্রহণসহ গ্রাম পর্যা-য় সা-পার্ট সার্ভিস দি-য় সহায়তা প্রদান করা হয় ।
</td></tr>
</table>

পোল্ট্রি শিল্প খা-ত সরকা-রর উ-ল্লখ-যাগ্য গৃহীত কার্যক্রম	
	• পোল্ট্রি শিল্পকে এভি-য়ন ইনফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণ হতে রক্ষা, রোগ নির্ণয়, গবেষণা, জীব নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও পরিস্থিতি মোকাবেলায় ২০১১-১২ অর্থবছরে রোগের নজরদারি জোরদারকরণের উদ্দেশ্যে মার্চ ২০১২ পর্যন্ত মোট ৫৬০৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। • ২০১২-১৩ অর্থবছরে লাইভ বার্ড মার্কেটের উপর ১০০০ জন, বিভিন্ন শ্রেণী-পেশায় নিয়োজিত প্রায় ৩০০০ জন পাভড় নজরদারী বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।
৫. বিদ্যুৎ রেয়াত	• ২০০৪ সাল থেকে পোল্ট্রি শি-ল্প নিয়োজিত শিল্প/ফার্মসমূহকে বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ হারে বিদ্যুৎ রেয়াত দেয়া হয়।
৬. পোল্ট্রি শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি,হ্যাচিং ডিম ও পশু খাদ্য আমদানি বাবদ সহায়তা	• পোল্ট্রি শিল্পে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের ৮০টি যন্ত্রপাতি সম্পূর্ণরূপে আমদানিশুল্কমুক্ত। • ব্যক্তি উদ্যোগে পোল্ট্রি খামারের জন্য একদিনের মুরগীর বাচ্চা আমদানি সম্পূর্ণরূপে শুল্কমুক্ত। ত-ব বাণিজ্যিকভা-ব বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত একদিনের মুরগীর বাচ্চার উপর ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়। • পোল্ট্রি শিল্পের হ্যাচিং ডিমের আমদানিতে নগদ সহায়তা প্রদান করা হ-য় থাকে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে এ বাবদ ৬৬ হাজার টাকা নগদ সহায়তা দেয়া হয়েছে। • প্রাণিসম্পদ অধিদপ্ত-র নিবন্ধিত পোল্ট্রি খামার ও এনিম্যাল হেলথ কোম্পানী কর্তৃক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্ত-রর অনুমতি সা-প-ক্ষ পোল্ট্রি খাদ্য, ভে-টরিনারী মেডিসিন ও প্রতি-ষধক আমদানি-ত সকল প্রকার আমদানি শুল্ক ও ভ্যাট মওকুফ করা হ-য়-ছ। • ব্যক্তি মালিকানাধীন পোল্ট্রি খামারে উৎপাদিত পশুখাদ্য বাজারজাত না করে শুধুমাত্র নিজের খামারের জন্য উৎপাদন করলে তা সম্পূর্ণরূপে করমুক্ত। ত-ব, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পশু খাদ্য আমদানি করা হ-ল তার জন্য আমদানি শুল্ক প্রদান কর-ত হয়।
৭. পোল্ট্রি খাতে বিনিয়োগ সুবিধা	• পোল্ট্রি খাতের বিনিয়োগকৃত মুলধনের নীট লাভের পরিমাণ ১.৫০ লক্ষ টাকা বা তদুর্দ্ধ হলে ১০ শতাংশ পর্যন্ত সরকারি বন্ড অথবা সরকারের অন্য কোন খাতে বিনিয়োগ করতে হবে।
৮. ক্ষুদ্র কৃষক ও পোল্ট্রি ফান্ড	• অন্যান্য বছ-রর ন্যায় ২০১২-১৩ অর্থবছ-রও বড় ধর-নর প্রাকৃতিক দু-র্যাগ মোকা-বলায় দু-র্যা-গ ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র কৃষক ও পোল্ট্রি খামারী-দর সহায়তা তহবিল না-ম ১০০ (একশত) কোটি টাকার একটি ফান্ড অর্থবিভাগের বাজেটে বরাদ্দ র-য়-ছ।

৪.১.৫ দেশের জনগ-ণর আমিষের চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মা-নান্নয়ন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, উন্নত জাত উদ্ভাবন ও উন্নয়নে পারিবারিক পোল্ট্রির কৌলিক বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ, বাজার সৃষ্টি, পোল্ট্রির স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জাতীয় পোল্ট্রি নীতিমালা ২০০৮ প্রণীত হয়েছে। প্রচলিত আইনের আওতায় এ নীতিমালা বাস্তবায়নের সুযোগ

থাকা সত্ত্বেও তা বাস্তবায়নের তেমন অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয় না।

৪.২ পোল্ট্রি শিল্প বিকাশে বেসরকারি উদ্যোগ

৪.২.১ আমা-দর দে-শ সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোক্তারা পোল্ট্রি শি-ল্পর বিকা-শ অংশগ্রহণের মাধ্য-ম প্রাণিজ প্রোটিনের চাহিদা পূরণে কাজ করেছে। দেশে বাণিজ্যিক পোল্ট্রি খামারগুলোর বিকাশের ফলে বিগত তিন দশকে প্রাণিজ প্রোটিনের চাহিদা পূরণে মাংস ও ডিমের আমদানি নির্ভরশীলতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে। FAO কর্তৃক আগষ্ট ২০০৮ সালে প্রকাশিত 'Poultry Sector Country Review on Bangladesh' বিষয়ক প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০০৩ সালের পর থেকে দেশে পোল্ট্রির উৎপাদন বেড়েছে। দেশীয় বাণিজ্যিক খামারের পাশাপাশি ভারত ও থাইল্যান্ডভিত্তিক বিদেশী কিছু ফার্মও বাংলাদেশে উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করেছে।

৪.২.২ বিনিয়োগ বৃদ্ধির এ প্রবণতা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশে পোল্ট্রি শিল্প বিকাশের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। এর কারণ হিসেবে জনসংখ্যাজনিত পোল্ট্রি পণ্যের বিশাল বাজার, সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে সৃষ্ট সুযোগ সুবিধা, সস্তা শ্রম, অনুকূল আবহাওয়াকে উল্লেখ করা যায়। বাংলাদেশের পোল্ট্রি খাত সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন ব্যাংক ঋণ সুবিধা পেয়ে থাকে। সম্প্রতি HSBC লিড ব্যাংক হিসেবে আরও ১৮টি ব্যাংক এর সমন্বয়ে পোল্ট্রি খাতের পুঁজি/বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে কাজী ফার্মকে ১৮০ কোটি টাকা সিন্ডিকেট ঋণ দিয়েছে। অন্যদিকে থাইল্যান্ডভিত্তিক giant C.P পোল্ট্রিও পশুখাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ায় প্রায় ৬০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে।

৪.২.৩ এদেশে বাণিজ্যিক পোল্ট্রি ফার্মগুলো মাংস এবং ডিম উৎপাদনের পাশাপাশি একদিনের মুরগীর বাচ্চা, পোল্টি খাদ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করছে। প্যারাগন, কাজী, রাফিত, আগা, আফতাব, নারিশনামে ৬টি বড় ফার্মের নিজস্ব গ্রান্ড প্যারেন্ট স্টক থেকে এক দিনের মুরগীর বাচ্চা (DOC) উৎপাদন করছে। অন্যান্য বাণিজ্যিক পোল্ট্রি খামারীরা এ বড় ফার্মগুলো থেকে DOC, পোল্ট্রি ভ্যাকসিনও পোল্টি খাদ্য কিনে ফার্ম পরিচালনা করছে।

৪.২.৪ দেশের অন্যতম পোল্ট্রি উৎপাদনকারী কাজী ফার্ম ১৯৯৬ সাল থেকেএ খাতে বিনিয়োগ শুরু করে । বর্তমানে এ ফার্মটি এক দিনের মুরগীর বাচ্চার মোট সরবরাহের ৩০% (প্রতি সপ্তাহে ২ মিলিয়ন) এবং ব্রয়লার মুরগীর ২০% উৎপাদন করছে। সারা দেশে এ ফার্মের ৫০টির উপর ব্রিডিং, হ্যাচিং, ফিড সিল এবং সেল্স অফিস রয়েছে। প্যারাগন নভরাজ নামে লেয়ার প্যারেন্ট স্টক উৎপাদন করছে । এ প্যারেন্ট স্টক উৎপাদনের ফলে ইউনিট প্রতি মুরগীর উৎপাদন খরচ ১০০ টাকা ও ডিমের উৎপাদন খরচ ১ টাকা হ্রাস পাবে। বর্তমানে দেশে লেয়ার প্যারেন্ট স্টকের বাৎসরিক চাহিদা দু'লক্ষ এবং

এরআমদানিবাবদ ২১ কোটি টাকা ব্যয় হয়। এ লেয়ার প্যারেন্ট স্টক উৎপাদনের ফলে আমাদের নিজস্ব চাহিদার ৩৫% হতে ৪০% পূরণ করা সম্ভব হবে। এছাড়াও প্রতি সপ্তাহে ২ লক্ষ DOC উৎপাদন করছে।

৪.২.৫ মাংস এবং ডিম উৎপাদনের পাশাপাশি পোল্ট্রির বিষ্ঠা থেকে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি জৈব সার উৎপাদিত হচ্ছে। পোল্ট্রির বিষ্ঠা থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ খামারের নিজস্ব চাহিদা আংশিকভাবে পূরণ করেছে। সারা দেশে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (BCSIR),LGED এবং গ্রামীণ শক্তি এর সহযোগীতায় বিভিন্ন পোল্ট্রি ফার্মে পোল্ট্রির বিষ্ঠা থেকে মোট ৩৫৭০টি বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপিত হয়েছে। এর মধ্যে গাজীপুর জেলায় বিকাশমান পোল্ট্রি শিল্পাঞ্চলে এ ধরনের বায়োগ্যাস প্লান্টের সংখ্যা ৩৫০টি।

৪.২.৬ দেশের বিদ্যমান মাঝারী আকারের পোল্ট্রি খামারগুলোর বিষ্ঠা থেকে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের কৌশল গ্রহণ করলে বছরে ২৫ থেকে ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। বগুড়া পোল্ট্রি কমপ্লেক্স তার বাৎসরিক প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ চাহিদার (১৯ মেগাওয়াট) সবটাই পোল্ট্রির (হাঁস-মুরগীর) বিষ্ঠা থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ এর মাধ্যমে পূরণ করছে। এছাড়া ফরিদপুরের রাজ পোল্ট্রি ফার্ম খামারে ১৫০০ কেজি হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা থেকে দৈনিক ১০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। গাজীপুরে পোল্ট্রি খামারের উপর পরিচালিত এক গবেষণায় পোল্ট্রির বিষ্ঠা থেকে বিদ্যুৎও জৈব সার উৎপাদন বাণিজ্যিকভাবে সম্ভাবনাময় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে[১১]।

৪.২.৭ সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (DANIDA, IFAD, WB, ADB, CIDA/SIDA, USAID, FAO, GTZ) এবং দেশীয় এনজিও যেমন-ব্রাক, কেয়ার, প্রশিকা পোল্ট্রি খাতের উন্নয়নের জন্য গ্রামীণ মহিলাদের প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান, চিকিৎসা সামগ্রী বিতরণসহ ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করেথাকে। এ সকলকার্যক্রম পোল্ট্রি উৎপাদনে নিয়োজিত গ্রামের দুঃস্থ ও দরিদ্র মহিলাদের উৎসাহিত করাসহ দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

৪.৩ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রমেরপর্যালোচনা

৪.৩.১ পোল্ট্রি খাতের উন্নয়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রমসমূ-হর তুলনামূলক চিত্র পর্যবেক্ষণসহ নি-ম্ন সারণী -৫ এ দেয়া হ-য়-ছ।

সারণী -৫

বিষয়	সরকারী পর্যা-য় গৃহীত কার্যক্রম	বেসরকারী পর্যা-য় গৃহীত কার্যক্রম	মন্তব্য
পোল্ট্রি খাতের	• জাতীয় পোল্ট্রি নীতিমালা ২০০৮	• Food Processing Plant	• জাতীয় পোল্ট্রি নীতিমালা

[১১] The Potential of Electricity Generation from Poultry Waste inBangladesh (A case study in Gazipur District), Sheikh Ashraf Uz Zaman

বিষয়	সরকারী পর্যা-য় গৃহীত কার্যক্রম	বেসরকারী পর্যা-য় গৃহীত কার্যক্রম	মন্তব্য
কাঠামোগত উন্নয়ন	প্রণয়ণ করা হ-য়-ছ।	স্থাপন; ● পোল্ট্রিজাত প-ণ্যর ভিন্নতা আনয়ণ; ● পোল্ট্রির বিষ্ঠা দি-য় বা-য়াগ্যাস প্লান্ট স্থাপন।	২০০৮ এর বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ ও কাঠা-মাগত/প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি গ-ড় তোলা প্র-য়াজন; ● বেসরকারি খা-তর বড় আকা-রর পুঁজি বিনি-য়াগ প্র-য়াজন।
দক্ষ জনশক্তি ও ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়ন	● সরকা-রর নিজস্ব অর্থায়ন ও উন্নয়ন সহ-যাগী-দর সহায়তায় বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্য-ম ক্ষুদ্র পোল্ট্রি খামারী-দর প্রশিক্ষণ প্রদান।	● ক্ষুদ্র পোল্ট্রি খামারী-দর বিভিন্ন NGO প্রশিক্ষণ দি-য় থা-ক।	● সরকারি ও বেসরকারি পর্যা-য় পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ও দক্ষ জনশক্তি গ-ড় তোলার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি প্র-য়াজন।
প্রাকৃতিক দু-র্যাগ/ রোগ নিরাময় ও রোগ প্রতি-রাধ	● এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা, বার্ড-ফ্লু ইত্যাদি পোল্ট্রি -রাগ প্রতি-রা-ধ জনস-চতনতা বৃদ্ধি, আএান্ত হাঁস-মুরগী ধ্বংস, ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতিপূরণ প্রদান; ● পোল্ট্রির বিভিন্ন রোগ নি-য় গ-বষণা ও নিরাময়/প্রতি-রাধমূলক টিকা উদ্ভাবন এবং মাঠ পর্যা-য় এর ফলাফল পর্যা-বক্ষণ; ● পোল্ট্রি রোগ প্রতি-রা-ধ উদ্ভাবিত টিকা উৎপাদন ও বিনামূ-ল্য/স্বল্পমূ-ল্য খামারী-দর মা-ঝ বিএয় ।	● এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা, বার্ড-ফ্লু ইত্যাদি পোল্ট্রি রোগ প্রতি-রা-ধ সরকারি নি-র্দশনা অনুযায়ী আএান্ত হাঁস-মুরগী ধ্বংস; ● পোল্ট্রির বিভিন্ন রোগ নিরাময়/প্রতি-রাধমূলক টিকা আমদানি এবং বাণিজ্যিক/ক্ষুদ্র খামারী-দর মা-ঝ বিএয়।	● প্রাকৃতিক দু-র্যাগ মোকাবিলায় সমন্বিত পরিকল্পনা প্র-য়াজন; ● রোগ নিরাময় ও রোগ প্রতি-রা-ধ গণস-চতনতা প্র-য়াজন; ● পোল্ট্রি খামারগুলোর Bio-Security-র ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্র-য়াজন।
দেশীয় অধিক উৎপাদনশীল ব্রীড উদ্ভাবন	● সরকারি গ-বষণা প্রতিষ্ঠা-ন পোল্ট্রির উৎপাদনশীল ব্রীড উদ্ভাবন।	● বি-দশ থে-ক উন্নত জা-তর পোল্ট্রি ব্রীড আমদানি (গ্রান্ড প্যা-রন্ট ষ্টক)।	● দেশীয় আবহাওয়া উপ-যাগী ব্রীড নির্বাচন করা হ-ল পোল্ট্রির উৎপাদন বাড়-ব।
দেশীয় পর্যায়ে পোল্ট্রিজাত পণ্যের মানোন্নয়ন	● ২০০৮ সালে প্রণীত জাতীয় পোল্ট্রি উন্নয়ন নীতিমালায় পোল্ট্রি পণ্যের মান নিয়ন্ত্রনের উলেস্নখ রয়েছে; ● পোল্ট্রি ফার্মের রেজিষ্ট্রেশন;		● ২০০৮ সালে প্রণীত জাতীয় পোল্ট্রি উন্নয়ন নীতিমালার আলোকে পোল্ট্রি পণ্যের মান নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা কার্যকর কর-ত তদারকী cell গঠনের

বিষয়	সরকারী পর্যা-য় গৃহীত কার্যক্রম	বেসরকারী পর্যা-য় গৃহীত কার্যক্রম	মন্তব্য
	• ভোক্তা অধিকার নিশ্চিতকরণ।		ব্যবস্থাসহ নির্বাহি ক্ষমতা অর্পন।
পোল্ট্রি খা-দ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন	• কৃষক-দর উচ্চ ফলনশীল ভুট্টা ও পোল্ট্রি খা-দ্যর অন্যান্য উপাদান উৎপাদ-ন স্বল্প স-দ ঋণ, বীজ, বিদ্যুৎ ভর্তুকী ইত্যাদি সুবিধা প্রদান; • স্বল্পমূ-ল্য মানসম্মত বিকল্প পশুখাদ্য উদ্ভাবন ও মাঠ পর্যা-য় এ গ-বষণালব্দ ফলাফল সম্প্রসারণ।	• NGO বি-শষতঃ BRAC কৃষক-দর উচ্চ ফলনশীল ভুট্টা, সুর্যমুখী ও অন্যান্য উপাদান উৎপাদ-ন ঋণ ও বীজ সুবিধা দি-য় থা-ক ; • বেসরকারী পোল্ট্রি খামারীরা নি-জ-দর খামা-রর জন্য ও বাণিজ্যিক ভিত্তি-ত বিক্রির জন্য পশুখাদ্য উৎপাদন ক-র থা-ক।	• সরকার কৃষক-দর উচ্চ ফলনশীল ভুট্টা ও অন্যান্য উপাদান উৎপাদ-ন সু-যাগ সুবিধা দি-চ্ছ। মানসম্মত বিকল্প পশুখাদ্য উদ্ভাব-ন গ-বষণা প্র-য়াজন; • পোল্ট্রি খা-দ্যর অন্যতম উপাদান ভুট্টা, সয়াবিন ও সূর্যমুখীসহ অন্যান্য ফস-লর উৎপাদন বাড়া-না গে-ল পোল্ট্রির উৎপাদন খরচ ক-ম আস-ব।
গ্রামীণ পোল্ট্রির মান উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বি-মাচন	• প্রান্তিক ও মাঝারী খামারী-দর স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান; • সরকারী হাঁস-মুরগীর খামারসমূ-হর উৎপাদন বৃদ্ধি ক-র স্বল্পমূ-ল্য ক্ষুদ্র খামারী-দর মা-ঝ হাঁস-মুরগীর বাচ্চা, টিকা ও অন্যান্য সামগ্রী বিতরণ।		• প্রান্তিক ও মাঝারী খামারী-দর স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ ও সহায়তা করায় হতদরি-দ্রর সংখ্যা হ্রাস পে-য়-ছ; • মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর ঘোষিত একটি বাড়ী একটি খামার প্রক-ল্পর কার্যক্র-মর সা-থ এ কার্যক্রম-ক সমন্বয় করা যে-ত পা-র; • কৃষির বিদ্যমান বাজার ও বিপণন ব্যবস্থাপনায় ক্ষুদ্র পোল্ট্রি খামারী-দর সম্পৃক্ত করা যে-ত পা-র।
পোল্ট্রি পণ্য উৎপাদন, রপ্তানি বৃদ্ধি এবং বৈ-দশিক মুদ্রা উপার্জন	• সরকারী খামারগুলোতে মুরগীর বাচ্চা/ডিম উৎপাদন ও স্বল্পমূ-ল্য খামারী-দর মা-ঝ বিতরণ; • হ্যাচিং ডি-মর আমদানি-ত নগদ সহায়তা; • পোল্ট্রি খা-দ্যর আমদানি-ত শুল্ক রেয়াত; • পোল্ট্রি শি-ল্প ২০% বিদ্যুৎ ভর্তুকী; • পোল্ট্রি খা-ত ব্যবহৃত বিভিন্ন ধর-নর যন্ত্রপাতি আমদানি ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান; • একদি-নর মুরগীর বাচ্চা আমদানি-ত শুল্কমুক্ত সুবিধা; • রপ্তানির ক্ষেত্রে পোল্ট্রি ফার্মগুলোর	• বাণিজ্যিক খামারগুলোতে মুরগীর বাচ্চা/ডিম উৎপাদন ও অন্যান্য বাণিজ্যিক পোল্ট্রি খামারী-দর বিক্রয়; • বৈ-দশিক বাজার অনুসন্ধান ও নিজস্ব উ-দ্য-গ পোল্ট্রি পণ্যের রপ্তানি; • উৎপাদিত দ্র-ব্যর মানোন্নয়নসহ ভিন্নতা (Diversification) আনয়-নর ল-ক্ষ্য Food Processing Plant স্থাপন ; • বি-দশ থে-ক উন্নত জা-তর পোল্ট্রি ব্রীড আমদানি (গ্রান্ড প্যা-রন্ট ষ্টক)।	• উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধি-ত সরকারী পর্যায় থে-ক পর্যাপ্ত সুবিধা দেয়া হ-চ্ছ; • বেসরকারি ফার্মগুলোও নিজ উ-দ্যা-গ ব্যবসা/রপ্তানি এগি-য় নি-য় যা-চ্ছ।

বিষয়	সরকারী পর্যা-য় গৃহীত কার্যক্রম	বেসরকারী পর্যা-য় গৃহীত কার্যক্রম	মন্তব্য
	Tax Holiday, Customs Duty হ্রাস/ মওকুফ; • পোল্ট্রি খা-তর সকল প্রকার বিনি-য়াগ করমুক্তকরণ।		

৪.৩.২ দে-শর বিভিন্ন অঞ্চ-ল অবস্থিত ৮টি সরকারি হাঁস-মুরগীর খামার এর ২০০৯-১০ অর্থবছ-র উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য (সং-যাজনী-২) বি-শ্লষ-ণ দেখা যায় যে, কোন খামারী বাচ্চা উৎপাদন কর-ত পা-রনি। এ সময়ে খামারগুলোতে উৎপাদন ক্ষমতার মাত্র ৩৪ শতাংশ ব্যবহার করে ২৭.৫৮ লক্ষ হাঁস-মুরগী উৎপাদন করা সম্ভব হ-য়-ছ। এ সম-য় সরকারি খামারগুলোতে সক্ষমতার তুলনায় কম উৎপাদ-নর অন্যতম কারণ হলো প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও হাঁস-মুরগীর খামারগুলোর সুষ্ঠু পরিকল্পনা, প্রশিক্ষিত জনবল, ব্যবস্থাপনা ও জবাবদিহিতার অভাব এবং খামারগুলোতে Bio-security এর অভাব, বিভিন্ন রোগের সংক্রমন, রোগ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় টিকা ও ঔষধের অভাব, আপদকালীন সময়ে জরুরী ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার অভাব।

৪.৩.৩ প্রাণিজ খাতের উন্নয়নে গবেষণা ও গবেষণালব্ধ ফলাফল মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগ/সম্প্রসারণের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান BLRI এর গবেষণা কার্যক্রম ও গবেষণালব্ধ ফলাফল সম্প্রসারণে তেমন অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয় না। এছাড়া যথাযথ প্রচা-রর অভা-ব পোল্ট্রি শিল্প বিকাশে সরকার প্রদত্ত সুযোগ সুবিধাদিহতে মাঠ পর্যায়ের সাধারণ খামারীরা বঞ্চিত হচ্ছে। এ সকল সুযোগ সুবিধা সঠিকভা-ব ব্যবহার করা গেলে উৎপাদন বৃদ্ধিসহ পোল্ট্রি খামারীদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন সম্ভব হতে পারে।

পোল্ট্রির খাতের গবেষণা, রোগ নির্ণয় এবং রোগপ্রতিরোধে সরকারী কার্যক্রম

- ৬৩টি জেলায় গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগীর হাসপাতাল রয়েছে;
- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় ৪৫টি হাঁস-মুরগীর খামার রয়েছে;
- বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের দু'টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের একটি বান্দারবান জেলার নাইখ্নছড়ি উপজেলায় ও অন্যটি সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলায়;
- ঢাকার মহাখালী ও কুমিল্লা জেলায় গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগীর রোগ নির্ণয়, প্রতিষেধক টিকা ও ঔষধ উৎপাদন করা হয়।

৪.৩.৪ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেটের কত অংশ পোল্ট্রিখাতের উন্নয়নে ব্যয় হচ্ছে তার পৃথক হিসাব না থাকায় এ খাতে প্রতি বছর কি পরিমাণ বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে, বরাদ্দের কত অংশ ব্যয় হচ্ছে, এর ফলে অর্জিত অগ্রগতি কি হ-চ্ছ তা সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব হয় না। এ খাতে কাঙ্খিত অগ্রগতি অর্জনে কি ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক এ বিষয়ে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে স্বচ্ছ চিত্রের অভাব রয়েছে। একইভাবে বেসরকারী পর্যায়ে গড়ে উঠা বাণিজ্যিক পোল্ট্রি খাতে মোট বিনিয়োগ, মোট উৎপাদন, চাহিদা

ও সরবরাহ, আমদানি ও রপ্তানি,জিডিপি'তে পোল্ট্রি খাতের অবদান এ সকল তথ্য/উপাত্তের অভাব রয়েছে। ফলে আমাদের দেশে প্রাণিজ আমি-ষর ভবিষ্যৎ চাহিদা কি হতে পারে,কি পরিমাণ বিনিয়োগ প্রয়োজন, চাহিদা পূরণে দেশীয় বিনিয়োগ পর্যাপ্ত কিনা, বিদেশী বিনিয়োগের প্রয়োজন আছে কি না, আমদানির প্রয়োজনীতা আছে কিনা এবং পোল্ট্রিজাত দ্রব্য রপ্তানি প্রশ্নে সরকারি নীতি কি হতে পারে ইত্যাদি বিষয়ে কোন কার্যক্রম গ্রহণ কিংবা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বেশ কঠিন।

৪.৩.৫ **একদিনের মুরগীর বাচ্চা (DOC) ও পোল্ট্রি খাদ্যের উচ্চমূল্য**-সারা দেশে ৭ থেকে ৮টি বড় ফার্মই বাণিজ্যিক ও গ্রামীণ পোল্ট্রি খামারগুলোতে ডিলারদের মাধ্যমে এক দিনের মুরগীর বাচ্চা ও পোল্ট্রি খাদ্যের উৎপাদন এবং সরবরাহ ক-র থা-ক **(লেয়ার, ব্রয়লার ও সোনালী)**। সারা দেশে সরবরাহকৃত এক দিনের মুরগীর বাচ্চার ৩৮.৫ শতাংশ কাজী ফার্ম, ২১.৯৭ শতাংশ সিটি বাংলা-দশ, ১০.৯৮ শতাংশআফতাব বহুমুখী ফার্ম উৎপাদন করে থাকে। সরকারী হাঁস-মুরগীর খামারগুলোতে শুধুমাত্র সোনালী জাতের (দেশী লেয়ার ও দেশী কক) মুরগীর বাচ্চা উৎপাদন ও স্বল্পমূ-ল্য বিক্রয় করা হয়। ২০০৯-১০ অর্থবছরে এ খামারগুলো মোট সরবরাহের ০.৬ শতাংশ উৎপাদন কর-ত সক্ষম হ-য়-ছ।

৪.৩.৬ আমাদের দেশে পোল্ট্রি শিল্পে ব্যবহৃত একদিনের মুরগীর বাচ্চা ও পোল্ট্রি খাদ্যের উচ্চমূ-ল্যর কারণে পোল্ট্রির মাংস ও ডিমের দাম বেড়ে যায়। বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত ব্রয়লার ও লেয়ার মুরগীর প্যারেন্ট ষ্টক থেকে এক দিনের মুরগীর বাচ্চার উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয় মূ-ল্যর তুলনামূলক চিত্রে (সারণী-৬) দেখা যায় যে,বাণিজ্যিকভা-ব পরিচালিত খামা-র উৎপাদিত এক দি-নর একটি ব্রয়লার মুরগীর বাচ্চার নীট উৎপাদন মূল্য/খরচ ৩৬.১৩ টাকা এবং এক দি-নর লেয়ার মুরগীর বাচ্চার নীট উৎপাদন মূল্য/খরচ ১৩.১৫ টাকা (অবচয় ব্যয়, মার্কেটিং খরচ, প্যাকেটিং খরচ সহ)। বর্তমানে বেসরকারী বাণিজ্যিক খামারগুলোতে এক দিনের ব্রয়লার ও লেয়ার মুরগীর খুচরা বাজার মূল্যযথাক্রমে ৬৫ টাকা ও ৭৫ টাকা। দেশে পোল্ট্রি শিল্পের বিকাশের জন্য সরকারীভাবে স্বল্পমূল্যে হাঁস-মুরগীর বাচ্চা বিতরণ/বিক্রয় কার্যক্রমের আওতায় সরকারী হ্যাচিং খামারগুলোতে প্রতিটি এক দিনের হাঁস-মুরগীর বাচ্চা ১৬ টাকায় উৎপাদন করে ১২ টাকা মূল্যে বিক্রি করা হচ্ছে।

সারণি-৬

বেসরকারী উদ্যেগে গঠিত খামারগুলোতে প্রতিটি এক দিনের মুরগীর বাচ্চার (DOC) নীট উৎপাদন খরচ (টাকায়)		প্রতিটি DOC এর বিক্রয় মূল্য(টাকায়)
প্রতিটি এক দিনের ব্রয়লার মুরগীর বাচ্চার নীট উৎপাদন খরচ	৩৬.১৩	৭৫.০০
প্রতিটি এক দিনের লেয়ার মুরগীর বাচ্চার নীট উৎপাদন খরচ	১৩.১৫	৬৫.০০
সরকারী খামারগুলোতে প্রতিটি এক দিনের মুরগীর বাচ্চার		প্রতিটি DOC এর

(DOC) নীট উৎপাদন খরচ		বিক্রয় মূল্য
প্রতিটি এক দিনের লেয়ার/ব্রয়লার/সোনালী মুরগীর বাচ্চার নীট উৎপাদন খরচ	১৬.০০	১২.০০

৪.৩.৭ কয়েকটি বেসরকারী ফার্ম এক দি-নর মুরগীর বাচ্চা সরবরা-হর ক্ষেত্রে এক-চটিয়া বাজার ব্যবস্থার সৃষ্টি করেছে। একদিনের মুরগীর বাচ্চার দাম/বিক্রয় মূল্য যৌক্তিক করার জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর থেকে ১১-০৭-২০১০ তারিখে প্রতিটি এক দি-নর মুরগীর বাচ্চার মূল্য (ব্রয়লার ৩০ টাকা এবং লেয়ার ৩২ টাকা) নির্ধারণ করাসহ জেলা ও উপ-জলা পর্যা-য়র কর্মকর্তাগণ-ক ডিষ্ট্রিবিউটর ও এ-জন্ট-দর সার্বিক কার্যক্রম পর্য-বক্ষণ করার নি-র্দশনা দেয়া হয়। এ আ-দ-শর বিরু-দ্ধ মহামান্য হাই-কার্ট ডিভিশ-নর সুপ্রিম কো-র্ট ৬৭৬৩/২০১০নং রীট পিটিশন মামলা দা-য়র করা হলে, মহামান্য আদালত উক্ত সরকারী আ-দ-শর উপর স্থগিতা-দশ প্রদান ক-রন এবং তা এখ-না বহাল র-য়-ছ। ফ-ল এক দি-নর মুরগীর বাচ্চার দাম সহনীয় পর্যায়ে রাখার ক্ষেত্রে সরকারী পদক্ষেপ ফলপ্রসূ হয়নি। একদিনের মুরগীর বাচ্চার দাম/বিক্রয় মূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য সরকারী ও বেসরকারী উভয় পক্ষের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৪.৩.৮ পোল্ট্রি খাদ্যের উচ্চ মূল্য পোল্ট্রির উৎপাদন ব্যয়সহ এর বিক্রয়মূল্য/সার্বিক দাম বাড়িয়ে দেয়। সরকারী ও বেসরকারী পর্যায় থেকে ভুট্টা, সয়াবিন, সূর্যমুখী ইত্যাদি চাষে উৎসাহ প্রদানসহ পোল্ট্রি খাদ্যের উপাদানআমদানি-ক সহজীকরণ করায় দেশে পোল্ট্রি খাদ্য উপাদানের স্বল্পতা হ্রাস পেয়েছে। ত-ব পোল্ট্রি খাদ্য উপকরণ এর দাম কমলেও পোল্ট্রি খাদ্যের দাম কমেনি।মূলতঃ ৫-৬টি ফার্মই পোল্ট্রি খাদ্য উৎপাদন করে বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে।

৪.৩.৯ **বড় ফার্মগুলোর মনোপলি এবং বাজার থেকে ছোট ফার্মসমূ-হর পুজি/বিনিয়োগ হ্রাসঃ** বড় ফার্মগুলো এক দিনের মুরগীর বাচ্চা, প্যারেন্ট স্টক এবং গ্রান্ডপ্যারেন্ট স্টক, পোল্ট্রি ফিড ইত্যাদিতে তাদের বিনিয়োগ সীমাবদ্ধ রেখেছিল। অন্যদিকে ব্রয়লার এবং ডিম উৎপাদনে ছোট পোল্ট্রি খামারীরা নিয়েজিত ছিল। বর্তমানে বড় পোল্ট্রি ফার্মগুলো পোল্ট্রির সকল খা-ত বিনিয়োগ বাড়িয়েছে। ফলে পোল্ট্রির সামগ্রিক খা-তর উপর বড় খামারীদের নিয়ন্ত্রণ বেড়েছে ও ছোট খামারীদের এ সেক্টরে প্রবেশাধিকার অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। উপরন্তু বড় ফার্মগুলো যেমন- giant C.P ব্যবসায়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ছোট পোল্ট্রি খামারগুলো ভাড়া নিয়ে সেখানে বিনিয়োগ করছে। ফলে পোল্ট্রি শিল্পে ছোট ও মাঝারী খামারীরা টিকে থাকতে পারছে না। ২০০৯-১০ অর্থবছরের তুলনায় ২০১০-১১ অর্থবছরে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী ব্যাংক থেকে পোল্ট্রি খামারে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি পেলেও ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া, গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, পোল্ট্রি খাতের ব্যবসায় নিয়োজিত ৫ বছর বা তদুর্ধ ফার্মগুলো প্রতিযোগিতায় টিকে আছে।

৪.৩.১০ বাংলাদেশের পোল্ট্রি খাতের আরো একটি অন্যতম সমস্যা হলো পোল্ট্রির উন্নত জাত উদ্ভাবনের গবেষণা, পোল্ট্রির বিভিন্ন রো-গর গ-বষণা এবং রোগ প্রতিষেধক টিকা ও ঔষধ উৎপাদন শুধুমাত্র সরকারি কার্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ, যা চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত নয়। এ ঘাটতি পূরণেবিদেশ থেকে বেসরকারি পর্যায়ে ব্রীড/গ্রান্ড প্যারেন্ট স্টক,প্রতিষেধক টিকা ও ঔষধ আমদানি করা হয়ে থাকে। ফলে এ খাতে বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়। আমদানিকৃত বিদেশী ব্রীড আমাদের দেশীয় পরিবেশ বান্ধব না হওয়ায় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে এবং সার্বিকভাবে উৎপাদন ঝুঁকিসহ আমদানি নির্ভরশীলতা বাড়িয়ে দেয়[১২]।

পোল্ট্রি রোগপ্রতিরোধে সরকারের চলমান কার্যক্রম

- বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে টিকা উৎপাদন প্রযুক্তি আধুনিকায়ন ও গ-বষণা সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্পটি জুন/২০০৮ হতে জুন/২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে;
- USAID এর কারিগরী সহায়তায় এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ শীর্ষক প্রকল্পটি জুন/২০০৭ হতে জুন/২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৪.৩.১১ আমাদের দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ও অন্যান্য রোগের কারণে পোল্ট্রির মড়ক দেখা দিলে সরকারি ও বেসরকারীভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম নেয়া হয়। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পোল্ট্রির বিভিন্ন রোগ/মড়ক মোকাবেলায় সমন্বিত পরিকল্পনার অভাব রয়েছে, যা এ খাতের ক্ষয়ক্ষতি ও ক্ষয়ক্ষতিজনিত ঝুঁকির ব্যাপকতা বাড়িয়ে দেয়। উল্লেখ্য, ২০০৭ সালে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জার কারণে পোল্ট্রি খাতের সার্বিক ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৫,০০০ কোটি টাকা।

এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা/বার্ড-ফ্লু রোগ প্রতিরোধে সরকারী পদক্ষেপ

- বিগত তিন বছরে ৩২৮টি পোল্ট্রি খামার এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে;
- শুধুমাত্র ০১ জানুয়ারী, ২০০৯ হ-ত ৭ জানুয়ারী ২০১০ পর্যন্ত সারা দে-শ ৩৩টি খামার এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরা-স আক্রান্ত হ-য়-ছ এবং এসব খামা-রর প্রায় ১.৭১ লক্ষ মুরগী এবং ২.২৮ লক্ষ ডিম ধ্বংস করা হ-য়-ছ;
- ২০০৭ সা-ল ক্ষতিগ্রস্হ খামারী-দর ১৩.২৭ কোটি টাকা ক্ষতিপুরণ দেয়া হ-য়-ছ।

[১২]Transforming Poultry Production and Marketing in Developing Countries: Lessons Learned with Implications for Sub-Saharan Africa, Laura L. Farrelly, Dept. of Agricultural Economics, Dept. of Economics, Michigan State University

৪.৩.১২ **পোল্ট্রি ইন্স্যুরেন্সঃ** বিভিন্ন দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে কৃষি খাতের ক্ষয়ক্ষতিজনিত ঝুঁকি কমানোর জন্য কৃষি বীমা অন্যতম কৌশল হি-স-ব ব্যবহৃত হচ্ছে। OCED কৃষি খাতের ঝুঁকি হিসেবে নিম্নোক্ত চারটি ইস্যুকে চিহ্নিত করেছে-

- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি
- শষ্যের জেনেটিক পরির্তনজনিত ঝুঁকি
- বিভিন্ন সংক্রমিত পশু রোগজনিত ঝুঁকি
- নীতি পরিবর্তনজনিত অপ্রত্যাশিত ঝুঁকি

৪.৩.১৩ বাংলা-দ-শ পোল্ট্রি খাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি এবং বিভিন্ন সংক্রমিত পশু রোগজনিত ঝুঁকির প্রবণতা অধিক পরিলক্ষিত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পোল্ট্রি খাতের ঝুঁকি মোকাবেলায় বীমা সেবা চালু আছে। ভারত ও ব্রাজিলে পোল্ট্রি খাতের উন্নয়নের জন্য কাঠামোগত পরিবর্তন, পশুখাদ্য উৎপাদনে প্রণোদনাসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং পোল্ট্রির বিভিন্ন সংক্রমিত রোগ থেকে ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য পোল্ট্রি খামারীদের বীমা সুবিধা প্রদান করে থাকে। এছাড়া অস্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ড ও ইউরোপিয়ান দেশগুলো সমন্বিতভাবে কৃষি খাতের উপর বীমা সুবিধা দিচ্ছে, যা তাদের সামগ্রিক কৃষি খাতের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে।

৪.৩.১৪ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতিজনিত ঝুঁকি কমানোর জন্য ২০১১-১২ অর্থবছর হতে পাইলট পর্যায়ে শষ্য বীমা কার্যক্রম চালু করা হচ্ছে। পোল্ট্রি কৃষির অন্যতম উপখাত এবং এ খাতটিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতিজনিত ঝুঁকি অনেক বেশী হওয়ায় অধিক উৎপাদনশীল খাত হওয়া সত্ত্বেও কাঙ্খিত বিনিয়োগ বাড়ছে না। এ খাতের উৎপাদন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতিজনিত ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন। জাতীয় পোল্ট্রি নীতিমালা ২০০৮ এ পোল্ট্রি খাতের ঝুঁকির মোকাবেলায় সরকারি ও বেসরকারি বীমা কোম্পানীগুলোতে বীমা সুবিধা চালুর জন্য সরকারের উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে, তবে এখন পর্যন্ত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

৫.০ পোল্ট্রি শিল্প বিকাশের অন্তরায় এবং সমস্যা দূরীকর-ণর সুপারিশ

৫.১ পোল্ট্রি শিল্প বিকাশের অন্তরায়

সার্বিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনায় এ খাতের বিকাশের অন্তরায়সমূহ নিম্নরূপভাবে চিহ্নিত করা যায়-

(ক) পোল্ট্রি খাতেরপৃথক তথ্য/উপাত্ত (dis-aggregated data) ও নির্ভরযোগ্য database এর অভাব;

(খ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণাল-য়র বাজেটে পোল্ট্রি খাতের জন্য পৃথক অর্থনৈতিক কোডভিত্তিক হি-স-বর অভাব;

(গ) জাতীয় পোল্ট্রি উন্নয়ন নীতিমালা ২০০৮ বাস্তবায়-ন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণাল-য়র উ-দ্যাগহীনতা এবং সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান আইন ও অধ্যা-দ-শর যথাযথ প্র-য়া-গর অভাব;

(ঘ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়/ দপ্তর/সংস্থাগুলোর Result oriented কর্মপরিকল্পনা,ব্যবস্থাপনা, ও পরিবীক্ষণ, জবাবদিহিতারও বাজেট বরাদ্দ ব্যবহারের সক্ষমতার অভাব;

(ঙ) পোল্ট্রি খা-তর উন্নয়-নর ল-ক্ষ্য সরকার প্রদত্ত সু-যাগ সুবিধার বিষ-য় যথাযথ তথ্য প্রবা-হর অভাব,বাজারে ক্রমবর্ধমান চাহিদার বিপরীতে পোল্ট্রি পণ্যের সরবরাহ ঘাটতি;

(চ) এক দিনের মুরগীর বাচ্চা ও পোল্ট্রি খাদ্যের উচ্চমূল্য;

(ছ) প্রতি-যাগিতামূলক বাজারের অনুপস্থিতি;

(জ) সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনশক্তি এবং সুষ্ঠু পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনার অভাব;

(ঝ) পরিবেশ উপযোগী উন্নত দেশীয় পোল্ট্রি ব্রীড,পোল্ট্রির বিভিন্ন রোগ প্রতি-ষধক টিকা ও ঔষ-ধর অভাব;

(ঞ) পোল্ট্রির বিভিন্ন রোগের নিরাময়, প্রতিরোধ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে যথাযথ প্রস্তুতির অভাব।

৫.২ পোল্ট্রি শিল্প উন্নয়নে সুপারিশ

দে-শ ক্রমবর্ধমান জন-গাষ্ঠির প্রাণিজ প্রোটিনের চাহিদা পূরণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ ও দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে সার্বিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনের লক্ষ্যে পোল্ট্রি খা-তর বিদ্যমান সমস্যার আশু সমাধ্যন প্রয়োজন। এ ধারণাপত্রে চিহ্নিত অন্তরায়সমূহ দূরীকরণে নিম্নোক্ত কার্যক্র-মর সুপারিশ করা হ-লা-

(ক) জাতীয় পর্যায়ে নিয়মিতভাবে পোল্ট্রি খাতের Census/Survey করার ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। Census/Survey সময় সাপেক্ষ তাই অনতিবিলম্বে এ খাতের উপর একটি Sample Survey করা যেতে পারে;

(খ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণাল-য়র পোল্ট্রি খাতের সামগ্রিক বাজেটের হিসাব স্বচ্ছতার জন্য পৃথক অর্থনৈতিক কোড সৃজন;

(গ) জাতীয় পোল্ট্রি উন্নয়ন নীতিমালা ২০০৮ এর যথাযথ প্রয়োগ এবং এর বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণও কাঠামোগত/প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি গড়ে তোলা;

(ঘ) বাজেট বরাদ্দ ব্যবহারে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণাল-য়র সক্ষমতা বৃদ্ধি;

(ঙ) দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি;

(চ) বাণিজ্যিক পোল্ট্রির ক্ষেত্রে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জামুক্ত এক দিনের মুরগীর বাচ্চা আমদানি শুল্কমুক্তকরণ;

(ছ) প্রশিক্ষিত দক্ষজনশক্তি সৃষ্টি এবং সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন;

(জ) পোল্ট্রি শিল্পের উন্নয়নেমৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণাল-য়র নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তর/সংস্থাগুলোর Result oriented কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন, ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঝ) পরিবেশ উপযোগী দেশীয় অধিক উৎপাদনশীল ব্রীডের গবেষণা পরিচালনা;

(ঞ) দেশীয় অধিক উৎপাদনশীল উন্নত ব্রীড নির্বাচন ও তা ব্যবহারে খামারীদের উদ্বুদ্ধকরণ;

(ট) পোল্ট্রি খাতের Bio-Security নিশ্চিতকরণও প্রাকৃতিক দুর্যোগেসমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ।

৬.০ প্রস্তাবিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশল

আমাদের দেশে পোল্ট্রি শিল্প মূলতঃ দু'টি পর্যায়ে বিভক্ত, শহরকেন্দ্রিক বাণিজ্যিক খামার ও গ্রামীণ কাঠামোতে গড়ে ওঠা প্রান্তিক চাষী/খামারী। পোল্ট্রিজাত পণ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটা-ত এ খাত-ক পরিকল্পিতভাবে সুসংগঠিত রূপ দিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। পোল্ট্রি শিল্পের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এ ধারণাপত্রে চিহ্নিত অন্তরায়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে নিম্নে একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশলের সুপারিশ করা হলো (সারণী-৭)।

সারণী-৭

বিষয়	সুপারিশকৃত কার্যক্রম/খাতসমূহ	বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	বাস্তবায়ন পর্যায়
পোল্ট্রি খাতের কাঠামোগত উন্নয়ন	• জাতীয় পর্যায়ে নিয়মিতভাবে পোল্ট্রি খাতের Survey করার ব্যবস্থা গ্রহণ; • অতিসত্ত্বর এ খাতের উপর একটি Sample Survey করার ব্যবস্হা গ্রহণ; • পোল্ট্রি খা-তর জন্য বা-জ-ট পৃথক অর্থনৈতিক কোডভিত্তিক হিসাব চালুকরণ; • জাতীয় পোল্ট্রি উন্নয়ন নীতিমালা ২০০৮ বাস্তবায়ন এবং সংশ্লিষ্ট আইন ও অধ্যা-দ-শর প্র-য়াগ ;	• বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; • মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বাজেটে রক্ষিত সমীক্ষা ফি দিয়ে এ Survey সম্পাদন করতে পারে; • মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগ; • মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; • মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।	• সমগ্র দেশ • মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণাল-য়র সার্বিক বা-জট • দে-শর পোল্ট্রি খাত • -কন্দ্রীয়/আঞ্চলিক এবং তৃণমূল পর্যায়

বিষয়	সুপারিশকৃত কার্যক্রম/খাতসমূহ	বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	বাস্তবায়ন পর্যায়
	• পোল্ট্রি শি-ল্পর উন্নয়-ন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তর/সংস্থাগুলোর Result-oriented কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন, ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়ন, পরিবীক্ষণ ও জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পোল্ট্রি খা-ত সরকার প্রদও সু-যাগ সুবিধা সংক্রান্ত তথ্য প্রবাহ নিশ্চিতকরণ।		
দক্ষ জনশক্তি ও ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়ন	• সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ ইনিষ্টিটিউটগুলোতে পোল্ট্রি ট্রেড কোর্স চালুকরণ; • স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদা-নর ব্যবস্থা গ্রহণ; • কারিগরী শিক্ষা বোর্ডের কারিকুলামের আওতায় এ খাতে জড়িত জনবলের কারিগরী দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান; • প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরসহ পোট্রি খাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠা-নর জনবল-ক প্রশিক্ষ-ণর মাধ্য-ম কর্মদক্ষ ক-র তোলা।	• মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়/কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, সরকারি, বেসরকারি ও NGO পরিচালিত কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।	• জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়
প্রাকৃতিক দু-র্যাগ প্রতি-রাধ এবং রোগ নিয়ন্ত্রণ, নিরাময় ও প্রতি-রাধ	• প্রাকৃতিক দু-র্যাগ প্রতি-রাধে সুপরিকল্পিত ও সমন্বিত উ-দ্যাগ গ্রহণ ও গণস-চতনতা বৃদ্ধি; • পোল্ট্রি খামার স্থাপ-ন জাতীয় পোল্ট্রি নীতিমালা অনুসরণসহ Bio-security এর ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।	• মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় • NGO গণস-চতনতা বৃদ্ধি-ত সহায়তা কর-ত পা-র; • প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর মান নিয়ন্ত্রণ ও নিরীক্ষণ সেল গঠন ক-র জাতীয় পোলিট্রি নীতিমালা যথাযথভা-ব অনুসরণ করা হ-চ্ছ কিনা তা তদারকীসহ ফার্মগুলোর Bio-Security নিশ্চিত কর-ত পা-র।	• জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়
	• জাতীয় পোল্ট্রি উন্নয়ন নীতিমালা ২০০৮ অনুসর-ণ সরকারি ও বেসরকারি পর্যা-য় পোল্ট্রি বীমা চালুকরণ।	• সরকারী পর্যা-য় পোল্ট্রি বীমা চালুকর-ণ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণাল-য়র উ-দ্যা-গ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ হ-ত এ কার্যক্রম নেয়া যে-ত পা-র। ত-ব, পোল্ট্রি একটি সম্ভাবনাময় স্বল্প	• জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়

বিষয়	সুপারিশকৃত কার্যক্রম/খাতসমূহ	বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	বাস্তবায়ন পর্যায়
		বিনি-য়া-গ অধিক লাভজনক খাত এ বি-বচনায় বেসরকারি বীমা কোম্পানী এগি-য় আস-ত পা-র।	
দেশীয় অধিক উৎপাদনশীল ব্রীড ও রোগ প্রতি-ষধক উন্নয়ন/গ-বষণা কার্যএম জোরদারকরণ	• অধিক উৎপাদনশীল পরি-বশ বান্ধব উন্নত জা-তর পোল্ট্রি ব্রীড, পোল্ট্রি রো-গর টিকা ও ঔষধ উদ্ভাব-ন গ-বষণা কার্যএম সম্প্রসারণ, এ বাবদ বাজেট বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ; • গ-বষণা কার্যএম-ক উৎসাহিত কর-ত জাতীয় পর্যা-য় স্বীকৃতি/ পুরস্কার প্রদান; • দেশীয় অধিক উৎপাদনশীল ব্রীড নির্বাচন ও তা ব্যবহা-র খামারী-দর উদ্বুদ্ধকরণ ।	• মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; • বেসরকারি উ-দ্যাগ ও বিনি-য়াগ; • সরকারি, বেসরকারি এবং NGO	• জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়
দেশীয় পর্যা-য় পোল্ট্রিজাত পণ্যের মান উন্নয়ন ও বাজার ব্যবস্হাপনার উন্নয়ন	• পোল্ট্রি পণ্যের মান নিয়ন্ত্র-ণ ২০০৮ সা-ল প্রণীত জাতীয় পোল্ট্রি উন্নয়ন নীতিমালা কার্যকর করার ব্যবস্হা গ্রহণ; • বিদ্যমান বাজা-র পোল্ট্রিজাত পণ্যের বাজারজাতকর-ণর ব্যবস্হা গ্রহণ; • এক দি-নর মুরগীর বাচ্চার (DOC) মূল্য হ্রাসকর-ণ সরকারি ও বেসরকারি পর্যা-য় উ-দ্যাগ গ্রহণ; • বি-শষ ক-র সরকারি হাঁস-মুরগীর খামারসমূ-হর উৎপাদন বৃদ্ধির বি-শষ কার্যএম গ্রহণসহ উৎপাদন ক্ষমতার স-র্বাচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ; • এক দি-নর মুরগীর বাচ্চার (DOC) খুচরা বিএয় মূল্য নির্ধারণ করাসহ বাজা-র এর প্রতিফলন নিশ্চিতকরণ; • প্র-য়াজ-ন অন্তবর্তীকালীন সম-য়র জন্য বাণিজ্যিক পোল্ট্রির ক্ষেত্রে হ্যাচিং ডিম ও এভি-য়ন ইনফ্লুয়েঞ্জামুক্ত এক দি-নর মুরগীর বাচ্চা আমদানি শুল্কমুক্তকরণ; • Special zone সৃজন ক-র পোল্ট্রি প-ণ্যর উৎপাদন বৃদ্ধি-ত দেশী/বি-দশী বিনি-য়াগ উৎসাহিতকর-ণর মাধ্য-ম	• ২০০৮ সালে প্রণীত জাতীয় পোল্ট্রি উন্নয়ন নীতিমালা অনুসরণে পোল্ট্রি পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য তদারকী সেলগঠনের ব্যবস্থা সহ নির্বাহি ক্ষমতা অর্পণ; • মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বেসরকারি উৎপাদনকারী-দর সা-থ আলাপ আ-লাচনার মাধ্য-ম DOC এর মূল্য যৌক্তিক পর্যা-য় আনয়ন; • মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও পোল্ট্রি খা-ত বিনি-য়াগকারী/ ব্যবসায়ী; • সরকারী উ-দ্যা-গ অর্থনৈতিকভা-ব অনগ্রসর এলাকায় (যেমন- উওরবঙ্গ) Special zoneসৃজ-নর ব্যবস্হা গ্রহণ; • বাণিজ্য মন্ত্রণালয় (বাজার মনিটরিং কাঠা-মা), civil Society।	• জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়

বিষয়	সুপারিশকৃত কার্যক্রম/খাতসমূহ	বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়নকারী **কর্তৃপক্ষ**	বাস্তবায়ন পর্যায়
	প্রতি-যাগিতামূলক বাজার সৃষ্টিকরণ; ● ভোক্তা অধিকার নিশ্চিতকরণ;		
-পাল্ট্রি খা-দ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন	● কৃষির অন্যতম উপখাত হি-স-ব কৃষি খা-ত বিদ্যমান সু-যাগ সুবিধাদি গ্রহ-ণর মাধ্য-ম উচ্চ ফলনশীল ভুট্টা, সয়াবিন, সূর্যমুখী ও অন্যান্য উপাদান উৎপাদনে কৃষক-দর উদ্বুদ্ধকরণ/ উৎসাহ দান।	● মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় ও NGO ● কৃষি ব্যাংক, বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক (দেশী, বি-দশী)।	● জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়
গ্রামীণ পোল্ট্রির মা-নান্নয়ন ও দারিদ্র বি-মাচন	● সরকারি খামারগুলোতে উৎপাদিত হাঁস-মুরগীর বাচ্চা এবং টিকা ও অন্যান্য সামগ্রী স্বল্পমূ-ল্য ক্ষুদ্র খামারী-দর মা-ঝ বিতরণ; ● মঙ্গা, হাওর এবং দেশের দক্ষিণাঞ্চলের প্লাবিত এলাকায় পোল্ট্রি সম্পর্কিত বি-শষ কার্যক্রম গ্রহণ; ● গ্রামীণ পোল্ট্রি পণ্যসমূ-হর বাজার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন; ● প্রান্তিক ও মাঝারী খামারী-দর দল গঠন ক-র স্বল্প মেয়া.দি প্রশিক্ষণ প্রদান ; ● কৃষক-দর ন্যায় প্রান্তিক হাঁস-মুরগীর খামারী, প্রতিবন্ধী, বিধবা, দুস্থ মহিলাদের পরিচয়পত্র প্রদান করা; ● উক্ত পরিচয়পত্র ব্যবহার করে ন্যূনতম জামান-ত ব্যাংক একাউন্ট খোলার সুবিধাসহ পোল্ট্রির জন্য কৃষি ঋণ ও পোল্ট্রি খা-তর বিদ্যমান সু-যাগ-সুবিধার ব্যবস্থাকরণ।	● মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত **'একটি বাড়ী একটি খামার'** প্রকল্পের কার্যক্রমের সাথে এ কার্যক্রমকে সমন্বয় করা যেতে পারে; ● মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ (BRDB) ● কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের পরিচালিত বাজার ও বিদ্যমান বাজার ব্যবস্থাপনায় ক্ষুদ্র পোল্ট্রি খামারীদের সম্পৃক্ত করা যেতে পারে; ● মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয় ● কৃষি ব্যাংক, বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক (দেশী, বিদেশী) ● NGO।	● জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়

পোল্ট্রি শিল্প উন্নয়-নর গ্রহণ-যাগ্য কার্যক্র-মর সুপারিশ	
পোল্ট্রি খা-তর জন্য কৃষি খা-তর মত উপকরণ সহায়তা কার্ড প্রদান	● **বাংলা-দ-শ পোল্ট্রি শি-ল্পর সমস্যা ও সম্ভাবনা** শীর্ষক একটি ধারণাপত্রের আ-লা-ক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়-ক **একটি বাড়ী একটি খামার** শীর্ষক প্রক-ল্পর কার্যক্র-মর সা-থ সমন্বয় করার পরামর্শ দেয়া হয়। একই সং-গ গ্রামীণ পোল্ট্রির মা-নান্নয়ন ও দারিদ্র্য বি-মাচ-ন প্রান্তিক খামারী, প্রতিবন্ধী, বিধবা ও দুস্থ মহিলাদের পরিচয়পত্র প্রদান করে তার মাধ্যমে ন্যূনতম ব্যয়ে ব্যাংক একাউন্ট খোলার সুবিধাসহ ব্যাংক ঋণ ও পোল্ট্রি খা-তর জন্য অন্যান্য উপকরণ সহায়তা প্রদা-নর বিষ-য় পরামর্শ দেয়া হ-য়-ছ।
পোল্ট্রি ফিডের দাম কমানোর জন্য উদ্যোগ	● **বাংলা-দ-শ পোল্ট্রি শি-ল্পর সমস্যা ও সম্ভাবনা** শীর্ষক ধারণাপত্রের আলোকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়-ক কৃষি মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন ধর-নর NGO এর সা-থ সমন্বয় ক-র স্বল্প সু-দ কৃষি ঋণসহ কৃষি খা-ত বিদ্যমান অন্যান্য সু-যাগ

পোল্ট্রি শিল্প উন্নয়-নর গ্রহণ-যাগ্য কার্যক্র-মর সুপারিশ	
	সুবিধা সম্প্রসার-ণর মাধ্য-ম উচ্চ ফলনশীল ভুট্টা, সয়াবিন, সূর্যমূখী ও অন্যান্য উপাদান উৎপাদ-ন কৃষক-দর উদ্বুদ্ধকর-ণ পরামর্শ দেয়া হ-য়-ছ।
পোল্ট্রি শি-ল্পর জন্য মধ্যস্বত্ব-ভাগীর বি-লাপসহ সরাসরি বাজারজাতকর-ণর ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ	• **বাংলা-দ-শ পোল্ট্রি শি-ল্পর সমস্যা ও সম্ভাবনা** শীর্ষক ধারণাপত্রে দেশীয় পর্যায়ে পোল্ট্রি প-ণ্যর মান উন্নয়ন ও বাজার ব্যবস্থাপনার উন্নয়-নর জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়-ক **Special Zone সৃজন** করে পোল্ট্রি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে দেশী/বিদেশী বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামুলক বাজার সৃষ্টি করাসহ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের পরিচালিত বাজার ও বিদ্যমান বাজার ব্যবস্থাপনায় ক্ষুদ্র পোল্ট্রি খামারিদের সম্পৃক্ত করার মাধ্য-ম উৎপাদিত প-ণ্যর ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার বিষ-য় পরামর্শ দেয়া হ-য়-ছ। • উক্ত ধারণাপত্রে **দারিদ্র্য বি-মাচ-ন সরকারি উদ্যোগে অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর এলাকায় (যেমন-উত্তরবঙ্গ) Special Zone সৃজনের** পরামর্শ দেয়া হ-য়-ছ ।
পোল্ট্রি শিল্পসহ, পশুখাদ্য ও ভ্যাকসিন উৎপাদ-ন বিনি-য়াগ বৃদ্ধি	• পূর্ণ প্রতি-যাগিতামূলক বাজার ব্যবস্থায় বিনি-য়াগকারী প্রতিষ্ঠা-নর সংখ্যা ও বিনি-য়া-গর পরিমাণ বৃদ্ধি পে-ল প্রতি-যাগিতামূলক দাম নিশ্চিত করার পাশাপাশি পণ্য সামগ্রীর মান উন্নয়ন সম্ভবপর হ-ব। • মূলতঃ ৭-৮টি বেসরকারি পোল্ট্রি খামারই এ খা-তর সিংহভাগ উৎপাদন ক-র থা-ক। নতুন দেশী ও বি-দশী বিনি-য়াগকারী-দর এ খা-ত বিনি-য়া-গ উৎসাহিত করার মাধ্য-ম এক দি-নর বাচ্চার উৎপাদন বৃদ্ধির উ-দ্যাগ নেয়া যে-ত পা-র। • দারিদ্র্য বি-মাচ-ন সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি দেশী বি-দশী বিনি-য়াগকারী-দর অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর এলাকায় বিনিয়ো-গ উৎসাহিত করা যায়।

(সংযোজনী-১)

পোল্ট্রি খাতে বর্তমানে চলমান প্রকল্প/কার্যক্রমসমূহ

প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	মূল কার্যক্রম	মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১০-১১ অর্থবছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমূহ				

প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	মূল কার্যক্রম	মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১০-১১ অর্থবছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)
পোল্ট্রি প্রযুক্তি উন্নয়ন ও পরীজ্ঞাতকরণ প্রজেক্ট	বি এল আর আই	BLRI কর্তৃক উদ্ভাবিত BLRI Lairer Strain-1 ওNecked Neck Chicken নতুন জাতগুলোকে মাঠ পর্যায়ে গ-বষণা করা হ-চ্ছ।	৩৩৫১.০০	৫১০.০০
আঞ্চলিক মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল ক-ম্পা-নন্ট)	মৎস্য অধিদপ্তর	প্রশিক্ষণ কার্যএম সম্প্রসারণ ঋণ সহ-যাগীতা প্রদান	১২৪৭১.০০	১৬৪৩.০০
আঞ্চলিক মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (নোয়াখালি ক-ম্পা-নন্ট)	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	প্রশিক্ষণ কার্যএম সম্প্রসারণ ঋণ সহ-যাগীতা প্রদান	৯৬৭২.০০	১৬৮০.০০
ন্যাশনাল এগ্রিক্যালচারাল টেকনোলজি প্রজেক্ট	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	প্রশিক্ষণ কার্যএম সম্প্রসারণ ঋণ সহ-যাগীতা প্রদান	৫৫৩৫.০০	১৮৩৭.০০
দ্বিতীয় অংশীদারিত্বমূলক প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দরিদ্র কৃষক ও মহিলাদের প্রশিক্ষণ	৩৭৬৪.০০	৮৬০.০০
টিকা উৎপাদন প্রযুক্তি আধুনিকায়ন ও গ-বষণা সম্প্রসারণ	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	বাংলা-দশ প্রাণিসম্পদ গ-বষণা প্রতিষ্ঠান মহাখালী-ত বিভিন্ন ধর-নর প্রাণিসম্প-দর রোগ নির্ণয় ও তা প্রতি-রা-ধর জন্য ১৮ ধর-নর টিকা উৎপাদন ও সরবরাহ	৫৬৮৭.০০	১১০০.০০
এভিয়েন ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	বাংলা-দ-শ বিভিন্ন অঞ্চ-ল উৎপাদিত মুরগী এভিয়েন ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হ-ল সে বিষ-য় গ-বষণা ও প্রতি-রাধ কার্যএম গ্রহণ করা	১০৭৩০.০০	২১০৮.০০
ষ্ট্রেন-দনিং অব সা-পর্ট সাভি-সস ফর কনভেটিং এভিয়েন ইনফ্লুয়েঞ্জা (এইচবিএআই) ইন বাংলা-দশ	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	বাংলা-দ-শর গ্রাম পর্যা-য় মহিলারা যে মুরগী উৎপাদন করছে সেগুলো এভিয়েন ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হ-ল সা-পার্ট সার্ভিস দি-য় সহায়তা করা	৩৫৮১.০০	৯৭০.০০
		উপমোট	**৫৪৭৯১.০০**	**১০৭০৮.০০**
রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে উন্নয়ন কর্মসূচির নাম				
গবাদি প্রাণী ও হাঁস-মুরগীর রোগ	মৎস্য ও	দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক	৯৯৫.০০	৩২৭.৮৩

প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	মূল কার্যক্রম	মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১০-১১ অর্থবছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)
প্রতিরোধে স্প্রে কার্যত্রম কর্মসূচি	প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	উন্নয়নে দরিদ্র কৃষক ও মহিলাদের প্রশিক্ষণ		
গবাদি প্রাণী ও হাঁস-মুরগীর পালন বিষয়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	গবাদি প্রাণী ও হাঁস-মুরগীর পালন, এর রোগও তার প্রতিকার বিষয়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে ক্ষুদে খামারী ও দরিদ্র কৃষক/মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান	৯৯৭.২৫	৪৮৯.৭৫
সরকারি গবাদি প্রাণী ও হাঁস-মুরগীর খামারসমূহের উৎপাদন জোরদারকরণ (২য় পর্যায়) কর্মসূচি	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সাতটি জেলায় হ্যাচারীসহ হাঁস-মুরগীর খামার স্থাপন	৮৭১.৫৯	৭৪৪.০৯
গোপালগঞ্জ জেলায় কৃষাণ কৃষাণীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	দারিদ্র্য বিমোচনে দরিদ্র কৃষক ও মহিলাদের প্রশিক্ষণসহ খামার তৈরীর সামগ্রী বিতরণ	৬৮১.৭৫	২৬৭.৩০
		উপমোট	**৩৫৪৫.৫৯**	**১৮২৮.৯৭**
		সর্বমোট	**৫৮৩৩৬.৫৯**	**১২৫৩৬.৯৭**

(সংযোজনী-২)

সরকারী হাঁস-মুরগীর খামারগুলোর ২০০৯-১০ অর্থবছরে উৎপাদন ক্ষমতা ও প্রকৃত উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্যাবলী

ক্রমিক	খামারের নাম	মোট বাচ্চা উৎপাদন ক্ষমতা (সংখ্যা লক্ষে)	২০০৯-১০ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা লক্ষে)	২০০৯-১০ অর্থবছরে অর্জন (সংখ্যা লক্ষে)	মন্তব্য
১.	কেন্দ্রীয় মুরগী খামার, মিরপুর, ঢাকা	১৮.০০	৪.৯০	৭.৩৯৩০	খামারটি বার্ড-ফ্লু'র কারণে ২/২/১০ হইতে ২১/৯/১০ পর্যন্ত বন্ধ ছিল। বর্তমানে লেয়ার তৈরী করা হচ্ছে।
২.	আঞ্চলিক হাঁস-মুরগী খামার, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম	১৩.০০	৪.৯০	৪.১৪৩৪৫	--
৩.	আঞ্চলিক হাঁস-মুরগী খামার, রাজাবাড়ীহাট, রাজশাহী	৫.৮০	৪.৩০	০.৯২৮৩৫	--
৪.	সরকারি হাঁস-মুরগী খামার, যশোর	১০.৮০	৪.৯০	৩.১৪৫৩৫	--
৫.	সরকারি হাঁস-মুরগী খামার, জামালগঞ্জ, জয়পুরহাট	৮.০০	৪.৯০	৪.০৭২৮২	--
৬.	সরকারি হাঁস-মুরগী খামার, রংপুর	১০.৮০	৪.৯০	২.২৩৩২২	--
৭.	সরকারি হাঁস-মুরগী খামার, সাভার, ঢাকা	৩.৬০	২.৩০	০.৭৬৯১০	--
৮.	সরকারি হাঁস-মুরগী খামার, বগুড়া	১০.৮০	৯.০০	৪.৮৯৫২০	খামারটি বার্ড-ফ্লু'র কারণে ২৫/৫/১০ হইতে ৯/১১/১০ পর্যন্ত বন্ধ ছিল। বর্তমানে উৎপাদন শুরু হয়েছে।
	সর্বমোটঃ	**৮০.৮০**	**৪০.১**	**২৭.৫৮০৪৯**	

তথ্য ঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

বাঃসঃমুঃ-২০১৩/১৪-২৯০০কম/এ ১,৫০০ বই, ২০১৩।